NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ শিবাজী কেবল মারাঠার নয় তিনি সমগ্র জাতির নিষ্কলঙ্ক ছত্রপতি

বন্ধুর সংস্থার লোগো লাগিয়ে আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু ধোনির ৮

কলকাতা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৫ মাঘ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২৩৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 9.2.2024, Vol.17, Issue No. 238, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

রাজ্যের বাজেটের সমালোচনা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় আগামী অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করা হয়েছে। অধিবেশনের পর সেই বাজেটের সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাজেটে কী আছে আর কী নেই, কারা বঞ্চিত হলেন, খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, এই বাজেট 'দিশাহীন'। কেন দিশাহীন, তা-ও জানিয়েছেন তিনি।

শুভেন্দু বলেন, 'এই বাজেট ভোটের প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। এতে বেকারদের কর্মসংস্থান, বিভিন্ন শূন্যপদে নিয়োগ, শিল্প বাণিজ্যের পরিবেশ নিয়ে রাজ্যের অগ্রগতির কোনও দিশা নেই।' তাঁর মতে, 'রাজ্য সরকার বাজেটের মাধ্যমে কিছু কিছু জায়গায় অর্থ বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু অসমে মহিলারা আড়াই হাজার টাকা করে পান। মধ্যপ্রদেশেও অনেক বেশি টাকা মহিলাদের দেওয়া হয়। এখানে মহিলাদের ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ১০০০ করা হচ্ছে মাত্র।' উল্লেখ্য, বাজেটে রাজ্য সরকারের 'লদীর ভান্ডার' প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাসে ৫০০ টাকার পরিবর্তে ১০০০ টাকা করে পাবেন মহিলারা। সেই ঘোষণাকেই কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু।

'লদীর ভান্ডার'-এ তপসিলি জাতি উপজাতির মহিলাদের ১০০০ টাকা করে দেওয়া হত। বাজেটে তাঁদের ১২০০ টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। শুভেন্দু বলেন, 'এটা ওঁদের অপমান। সাধারণ ক্যাটাগরির মহিলাদের তুলনায় ওঁদের দ্বিগুণ টাকা পাওয়ার কথা। ২০০ টাকা বাড়িয়ে ওঁদের অপমান করা হয়েছে।'

সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাতা বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে। সে প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'মাত্র ন'হাজার টাকার বিনিময়ে সিভিকদের দিয়ে পুলিশের সমান কাজ করানো হয়। আজ এক হাজার টাকা বাড়িয়ে ভোট কিনতে চাইছে। ২০১২ সাল থেকে এক টাকাও বৃদ্ধি করা হয়নি। বিজেপি সমকাজে সমবেতন ভাবধারায় বিশ্বাসী। আমরা মনে করি, সিভিক ভলান্টিয়ারেরা ন্যূনতম ২০ হাজার টাকা বেতন পেতে পারেন।' চা শ্রমিকেরা এই বাজেটে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন বলে দাবি করেন বিরোধী দলনেতা। বলেন, 'এই বাজেটে অসত্য ভাষণ রয়েছে। ভোটের আগে মিথ্যাচার করা হয়েছে। একমাত্র মহার্ঘভাতা বৃদ্ধিকে সামনে রেখে ভোট কিনতে চাইছে সরকার। রাজ্য যা ঘোষণা করছে, তার পরেও কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএ-র ফারাক থাকবে অন্তত ৪০ শতাংশ। তা-ও বর্ধিত ডিএ উনি দেবেন ভোটের পরে।'

শুভেন্দু আরও বলেন, 'পেট্রল, ডিজেলে কোনও ছাড়ের উল্লেখ নেই বাজেটে। এলপিজি সিলিন্ডারে রাজ্য ৩০০ টাকা করে কর নেয়। রাজস্থান ৪০০ টাকা ছাড় দিয়েছে। আমরা মনে করেছিলাম, রাজস্থানের মতো না হলেও কিছুটা ছাড় সিলিন্ডারে দেবে রাজ্য সরকার। কিছুই দেওয়া হয়নি।' সংখ্যালঘুদের জন্যও বাজেটে বরাদ্দ নেই বলে কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা। বাজেটে আয়, ব্যয়ের সামঞ্জস্য নেই বলে দাবি করেছেন তিনি। বিধানসভায় এই বাজেটের অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরার চেষ্টা করবেন বলেও জানান শুভেন্দু।

৭ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেটেও কল্পতরু মমতা

লোকসভা ভোটের আগে চমকে মোড়া বাজেট পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলা থেকে আদিবাসী, ছাত্র-যুব থেকে তাঁত শিল্পী থেকে পরিযায়ী শ্রমিক সকলের জন্যই কিছু না কিছু উপহার রইল রাজ্য বাজেটে। লোকসভা ভোটের আগে আগাগোড়া চমকে মোড়া বাজেট পেশ করল রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিপুল অর্থ প্রাপ্য রাজ্যের। তা স্বত্তেও রীতিমত চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাজেটে সাধারণ, গরিব, খেটে খাওয়া মানুষের দিকে তাকিয়ে একাধিক নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার তিনি ২০২৪- ২৫ আর্থিক বছরের জন্য ৭ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন। বাজেটের মোট আয়তন ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ১১৬ কোটি টাকা।

লোকসভা ভোটের আগে এককথায় কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাজ্যের যুবক-যুবতীদের জন্য প্রচুর সরকারি চাকরির সংস্থান রয়েছে বাজেটে। যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন সরকার এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলোতে সমস্ত খালিপদ পূরণ করার জন্য ৫ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। পাশাপাশি, রাজ্যের উদ্যোগে ৬টি ইকোনমিক করিডোর হলে সেখানেও প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। আবাস যোজনায় বড় ঘোষণা বাজেটে। উল্লেখ করা হয়েছে, কেন্দ্র বকেয়া অর্থ দেয় কি না সেদিকে নজর রাজ্য সরকারের। এপ্রিল মাস অবধি দেখবে তারা। মে মাসের ১ তারিখ থেকে অর্থ ছাড়বে রাজ্য সরকার। ১১ লক্ষের ঘরের জন্য সেই বরাদ্দ করা হবে। পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, পরিযায়ী শ্রমিক পোর্টালে যারা নথিভুক্ত আছে, তাদের স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় আনা হল।

শুধু সরকারি চাকরি নয়, বেড়েছে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতাও। ডিএ বাড়ছে আরও ৪ শতাংশ। লক্ষ্মীর ভান্ডারের মাসিক ভাতাও দ্বিগুণ হয়েছে অসংরক্ষিত সম্প্রদায়ের মহিলাদের। জনজাতি মহিলাদের মাসিক ভাতা বেড়ে হয়েছে ১২০০ টাকা। মাসিক ভাতা বেড়েছে চুক্তিভিত্তিক সরকারি কর্মীদের। বাজেটে বলা হয়েছে, চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ ডি ও গ্রুপ সি কর্মচারীদের মাসিক পারিশ্রমিক যথাক্রমে ৩ হাজার ও সাড়ে ৩ হাজার টাকা করে বাড়বে। এর ফলে ৪০ হাজার কর্মী উপকৃত হবে। এই খাতে বরাদ্দ ২৮৮ কোটি টাকা। সরকারের আওতায় থাকা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের পারিশ্রমিক ক্যাটাগরি অনুযায়ী বাড়ানো হল। নতুন আর্থিক বছরে কার্যকর হবে বেতনের নতুন কাঠামো।

বেড়েছে গ্রিন পুলিশ, ভিলেজ পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ার্সদের মাসিক বেতনও। তাঁদের ভাতা বাড়ল মাসে ১০০০ টাকা। সিভিক পুলিশ, গ্রিন পুলিশ, যারা চুক্তিভিত্তিক কর্মী তাদের এককালীন অবসরকালীন সুবিধা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হল। পাশাপাশি মাসিক ভাতা বাড়ল মিড ডে প্রকল্পের কুক কাম হেল্পারদেরও। তাঁরা এতদিন যাবত বছরে ১০ মাস ১ হাজার টাকা করে পেতেন। এবার থেকে প্রতি মাসে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা করে দেবে রাজ্য। এই খাতে খরচ হবে ১৪০ কোটি টাকা। উপকৃত হবে ২ লক্ষ ৩০ হাজার কুক কাম হেল্পার। সমুদ্রসাথী প্রকল্পের ঘোষণা বাজেটে। পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৎস্যজীবীরা নানা প্রতিকূলতাকে চ্যালেঞ্জ করেই সমুদ্রে যান। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুন মাস অবধি যেহেতু সমুদ্র যেতে নিষেধ থাকে, তাঁদের পেটেও টান পড়ে। তাই এই প্রকল্প। এর মাধ্যমে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই দুই মাস প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে পাবেন। এর ফলে প্রায় ২ লক্ষ মৎস্যজীবী উপকৃত হবেন। ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই প্রকল্পে। সবমিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে কল্পতরু রাজ্য সরকার, অভিমত রাজনৈতিক মহলের।

কোন খাতে কত বরাদ্দ

মাসিক ভাতা বৃদ্ধির খাতে
২৮৮ কোটি টাকা

চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের অবসরকালীন ভাতা খাতে
১৪০ কোটি টাকা

১০০ দিনের বকেয়া মেটাতে
৩৭০০ কোটি টাকা

কৃষকদের বীমা খাতে
১০০ কোটি টাকা

কৃষক স্বার্থে ফার্ম
মেশিনারি হাব তৈরিতে
৪৫০ কোটি টাকা

সমুদ্রসাথী প্রকল্পে
২০০ কোটি টাকা

অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগে
২.২৭০.৩০ কোটি টাকা

সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা
৫.৫৩৯.৬৫ কোটি টাকা

১০০ দিনের কাজের পালটা 'কর্মশ্রী'

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত তুঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য বাজেটে শ্রমিকদের জন্য বড়সড় ঘোষণা। একশো দিনের কাজের বকেয়া মেটাতে ৩৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য। কেন্দ্রের একশো দিনের কাজের পালটা হিসেবে চালু করা হচ্ছে 'কর্মশ্রী'। একশো দিনের বকেয়া মেটাচ্ছে না কেন্দ্র। রাজ্যের তরফে এনিয়ে একাধিকবার উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য বাজেটে শ্রমিকদের জন্য বড়সড় সুখবর দিলেন অর্থমন্ত্রী। জানালেন, MGNREGA প্রকল্পে কেন্দ্র বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ায় ২১ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডার শ্রমিক যারা বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের বকেয়া মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মজুরি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৭০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রের ১০০ দিনের কাজের পালটা চালু হচ্ছে কর্মশ্রী প্রকল্প। এতে প্রত্যেক জবকার্ড হোল্ডার বছরে ৫০ দিন নিশ্চিতভাবে কাজ পাবেন। চলতি বছরের মে মাসে শুরু হবে এই প্রকল্প।

বাড়ল লক্ষ্মীর ভান্ডারে মাসিক ভাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে বড়সড় ঘোষণা। এই প্রকল্পে ভাতা বেড়ে দ্বিগুণ হল। এবার থেকে আর ৫০০ টাকা নয়। প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে পাবেন সাধারণ বা জেনারেল শ্রেণিভুক্ত মহিলারা। তপসিলি জাতি, উপজাতির মহিলার প্রতি মাসে পাবেন ১২০০ টাকা করে। ভাতা বৃদ্ধিতে খুশি কোটি কোটি উপভোক্তা। মাসিক ভাতা সাধারণ বা জেনারেল শ্রেণিভুক্তদের জন্য বেড়ে দাঁড়াল ১০০০ টাকা এবং তপসিলি জাতি, উপজাতির মহিলাদের মাসিক ভাতা এক হাজার টাকা থেকে বেড়ে হল ১ হাজার ২০০ টাকা। আগামী মে মাসে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে বর্ধিত ভাতা।

ফের ডিএ বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য মাস্টারস্ট্রোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের! আরও ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্য বাজেটে সুখবর শোনালেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ফলে চলতি বছর রাজ্যে মোট ৮ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি পেল। আগামী অর্থবর্ষ থেকেই নয়া হারে মহার্ঘভাতা পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। নতুন হারে ডিএ বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র সঙ্গে ফারাকও কমে দাঁড়াল ৩২ শতাংশ। চলতি বছরের শুরুতেই ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো ১ জানুয়ারি থেকে বর্ধিত ডিএ পাচ্ছেন সরকারি কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। এর পর বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেটে আরও ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। জানান, বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী অর্থবর্ষ থেকে নয়া হারে এই ডিএ পাওয়া যাবে।

বাংলার পদকজয়ীদের সরকারি চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বাজেট শুরু হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, এই বাজেট সাধারণ মানুষের উপকারিতায় কাজে লাগবে। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অবদান মনে রাখার মতো। এই বাজেট ঘোষণার পর সেটা বোঝা গেল। বৃহস্পতিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় বাজেট পেশ করলেন অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেখানেই বাংলার একাধিক পদকজয়ী ক্রীড়াবিদকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

আবাস যোজনায় 'ডেডলাইন' এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রকে আবারও সময় বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছে। বিভিন্ন প্রকল্পে চমক তো রেখেইছে। একইসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে, কেন্দ্র টাকা না দিলে এবার আবাসের ঘরের টাকাও দেবে রাজ্য। রাজ্য সরকার এপ্রিল অবধি দেখবে। যদি কেন্দ্র টাকা না দেয়, তাহলে ১১ লক্ষ ঘরের টাকা রাজ্য সরকারই দেবে। এদিন বাজেট প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার জন্য ১১ লক্ষেরও বেশি অনুমোদিত পরিবার তাদের বাড়ি তৈরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কঠিন অবস্থার মধ্যে বাস করছে তারা। বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে তা জানানো হয়েছে। কিন্তু বকেয়া অর্থ পায়নি রাজ্য। আরও দু' মাস এই খাতে রাজ্য টাকা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার সাড়া না দেয় তাহলে রাজ্যের নিজস্ব অর্থ থেকে এই পরিবারগুলিকে সাহায্য করার জন্য রাজ্য সরকার বিবেচনা করবে।'

অর্থকষ্টের মধ্যেও বরাদ্দ বৃদ্ধি, সাংবাদিকদের জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাহাড় প্রমাণ ঋণের বোঝায় ডুবে দেশ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কাজে ছাঁটাইয়ের জেরে অর্থ সংকট তীব্র। এসবের সঙ্গে যুদ্ধ করেই বাংলায় নতুন অর্থনৈতিক দিশা দেখাল মা-মাটি-মানুষ সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেট পেশের পর এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্থিক টানাটানির মধ্যেও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর তা নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, মা-মাটি-মানুষের সরকারই দেখিয়ে দিল, কীভাবে এগোতে হয়, কীভাবে মানুষের কাজ করতে হয়।

বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডার-সহ একাধিক প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে একাধিক প্রকল্পে। নতুন করে আরও বেশি কিছু নতুন প্রকল্পও ঘোষণা করা হয়েছে। তার জন্য অর্থ সংস্থান করা হয়েছে রাজ্যের কোষাগার থেকে। বাজেট শেষ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'দেশ ঋণের বোঝায় ডুবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি-সহ একাধিক সমস্যা রয়েছে। রাজ্যেও টানাটানি রয়েছে। সেসব আর্থিক সংকট কাটিয়ে মা-মাটি-মানুষের সরকার দেখাল, কীভাবে মানুষের পাশে থাকতে হয়। মানুষের জন্য কাজ করতে হয়। আমরা লদীর ভান্ডার থেকে শুরু করে সব প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।'

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সরকারি পরিষেবা

পাইয়ে দিতে রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প আছে। সেইসব প্রকল্পকে আরও মজবুত করতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে। পাশাপাশি যারা কোনও না কোনও পরিষেবা থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য নতুন প্রকল্পও ঘোষণা করা হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে কর্মসংস্থানে। অন্তত ৫ লক্ষ চাকরি হবে বলে বাজেটে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নতুন অর্থবর্ষ অর্থাৎ এপ্রিল মাস থেকেই সমস্ত কার্যকর করা হবে। ঘোষণা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাবরই সামঞ্জস্য রাখে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রেও তা হবে বলে আশাবাদী সকলে।

ষষ্ঠবারও অপরিবর্তীত রেপো রেট

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি: টানা ছবার রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল রিজার্ভ ব্যাংক। অর্থাৎ আগামী তিন মাসের জন্য রেপো রেট থাকছে ৬.৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার মনিটারি পলিসির বৈঠক শেষে এই কথা জানিয়েছেন আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। তিনি বলেন, '২০২৪ সালেও আর্থিক প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল থাকবে, আশা করা হচ্ছে। বৈশ্বিক বাণিজ্যের গতি ধীর থাকলেও, এর দ্রুত উন্নতি হচ্ছে এবং ২০২৪ সালে আর্থিক প্রবৃদ্ধি আরও দ্রুত হবে।' গত বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সেখানে করছাড়ের উর্ধ্বসীমা বাড়েনি। মধ্যবিত্ত ঋণগ্রহীতাদের নজর ছিল রেপো রেটের সিদ্ধান্তের দিকে। তাঁদের স্বস্তি দেবে এদিনের সিদ্ধান্ত। রেপো রেটে কোনও পরিবর্তন না হওয়ার ফলে গাড়ি-বাড়ি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইএমআই বাড়বে না বলেই ধরে নেওয়া যায়।

'বিজেপি অ্যান্টি বাঙালি,' বিজেপির হট্টগোলে ক্ষুব্ধ মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বাজেট পেশের সময় হইহট্টগোল শুরু করে বিজেপি। মেজাজ হারিয়ে ফেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। তোপ দাগেন, 'বিজেপি অ্যান্টি বাঙালি'। মনে করিয়ে দিলেন সাংসদের সাসপেনশনের ঘটনাও।

বৃহস্পতিবার দুপুরে নির্ধারিত সময়েই শুরু হয় রাজ্য বাজেট। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বাজেট পড়তে শুরু করা মাত্রই বিজেপি বিধায়করা হই হট্টগোল শুরু করেন। অধ্যক্ষ তাঁদের থামানোর চেষ্টা করেন। তা সত্ত্বেও থামেননি বিরোধী বিধায়করা। যার পরই মেজাজ হারাতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, 'বিজেপি অ্যান্টি বাঙালি। এরা বাংলার ভালো চায় না।' তাঁর কথায়, রাজ্যের মানুষের অধিকার রয়েছে রাজ্য কী কী করছে তা জানার। কিন্তু বিজেপি তা চাইছে না। বিজেপিকে একহাত নিয়ে এদিন মমতা আরও বলেন, 'এটা বিজেপির পার্টি অফিস নয়, বিধানসভা।' সাংসদদের সাসপেনশনের ঘটনা উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'পার্লামেন্টে ১৪৭ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। আমরা এসব করব না। তবে মনে করিয়ে দিলাম।'

শাহজাহানদের গ্রেপ্তারির দাবিতে অগ্নিগর্ভ সন্দেশখালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। অবশেষে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা শেখ শাহজাহান, ব্লক সভাপতি শিবপ্রসাদ হাজরা এবং তাঁর সঙ্গী উত্তম সর্দারকে গ্রেপ্তারির দাবিতে লাঠি, বাঁশ হাতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পথে নামেন সন্দেশখালির মহিলারা। থানা ঘেরাও করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। প্রতিবাদে রাস্তায় বসে পড়েন মহিলারা। মহিলাদের আরও দাবি, শাহজাহানেরা দিনের পর দিন ধরে জমি দখল করেছেন। মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়েছেন। অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তারির দাবিতে তাই ক্ষোভে ফুঁসছে সন্দেশখালি। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেও এদিন বিক্ষোভকারীরা সোচ্চার হয়। বুধবার থেকেই উত্তেজনা ছিড়িয়েছিলো সন্দেশখালিতে। রাতে তৃণমূল নেতাদের বাড়ি, পোলট্রি ফার্ম ভাঙচুর করা হয়। যদিও স্থানীয় মানুষদের দাবি, শাহাজাহান আত্মগোপন করার পর থেকেই সন্দেশখালিতে তৃণমূলের ব্যাকফুটে। নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে বহিরাগতদের ঢুকিয়ে নিজেদের বাড়ি, দোকান, পোলট্রি ফার্ম ভাঙচুর করে মানুষের আন্দোলনকে ভেঙে দিতে চাইছে। দীর্ঘদিন ধরে শেখ শাহাজাহানের নেতৃত্বে শিবপ্রসাদ হাজরা, উত্তম সরদার এলাকায় অত্যাচার করে চলছিলো।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

গ্রেপ্তার ভাঙরের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করল উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে বলে একটি সূত্রের খবর। আবার অন্য একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, খুনের অভিযোগে ভাঙড়ের 'তাজা নেতা'কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ককে লালবাজারে আনা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে পুলিশের একটি সূত্রে। যদিও সরকারি ভাবে পুলিশের তরফে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯৯১ নং এফিডেভিট বলে আমি Chandan Pandit ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sambhu Pandit ও D. Pandit সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯৮৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Firoj Alam ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Samser Ali ও S. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯৮৬ নং এফিডেভিট বলে Samir Pal S/o. Madan Mohan Pal ও Samir Paul S/o. M. M. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯৭৭ নং এফিডেভিট বলে Asit Kumar Banik S/o. Anil Banik ও Asit Kr. Banik S/o. A. Ch. Banik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৩৯ নং এফিডেভিট বলে Kailash Chatterjee S/o. Sitakanta Chatterjee ও Kailash Chattapadhyay S/o. S. K. Chattapadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯৭৯ নং এফিডেভিট বলে Anil Das S/o. Fakir Das ও Anil Das S/o. P. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯৮০ নং এফিডেভিট বলে Srikanta Mondal S/o. Dibakar Mondal ও Srikanta Mandal S/o. D. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯৮৪ নং এফিডেভিট বলে Astu Pal S/o. Becharam Pal ও Ashtu Pal S/o. B. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১-০২-২০২৪ তারিখে মাননীয় Judicial Magistrate (1st Class) মেদিনীপুর কোর্টে 1699A নং এফিডেভিট মূলে আমি Kapu Murmu স্বামী Goutam Murmu ও Sita Murmu, স্বামী Goutam Murmu গ্রাম- মহাদেব চক, পোঃ আমরাকুচি, থানা- কতোয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ তারিখে তমলুক ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট নং- ৬৫৫/২৪ বলে আমি Suvendu Kumar Dolai, পিতা- শ্রীমন্ত কুমার দোলই (সঠিক) এবং Subhendu Dolai, পিতা- শ্রীমন্ত দোলই (আমার Learner লাইসেন্স নং- WB29/0008935/2023 তে উল্লেখ আছে), ঠিকানা- সন্দলপুর, শীতলপুর, নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী গোপীনগর, থানা- হরিপালের শ্রীমতী রেনুকা পাল স্বামী ৺কার্তিকচন্দ্র পাল ও তাহার পুত্র স্বপন কুমার পাল তপনকুমার পাল জেলা হুগলী মোকাম চন্দননগর দ্বিতীয় সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশান) এ দেওয়ানী ২৩৭/১৮ মোকর্দ্দমা করেন এবং তপন কুমার পালের মৃত্যুর পর আপনি শ্রীমত্তা চিরস্মৃতি পাল এবং আপনার মেয়ে জয়স্মিতা পাল ৮ এবং ৯ নং বিবাদী পক্ষভুক্ত হইয়াছেন। এবং অত্র বিজ্ঞপ্তি মারফৎ আপনাদের নোটিশ করা যাইতেছে যে ইং ৩০ দিনের মধ্যে তারিখে হাজির হইবেন অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হইবে।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা- হরিপাল, মৌজা- গোপীনগর আর.এস. খতিয়ান নং ৪৩৮, ১২৮০ দাগে ৫১/৩ + ৫১/৩ শতক শুনা জমি।

বাদীর পক্ষে
সুকুমার মন্ডল
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমতি অনুসারে
Nilima Chatterjee
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Junior Division)
2nd Court, Chandernagore

বিজ্ঞপ্তি

মেদিনীপুর ৩য় দেওয়ানী (উচ্চ বিভাগ) আদালত
Title Suit No. 115 of 2007
D/F - 19/03/2024

শ্রীমতী গীতা ঘোষ দীগর ... বাদীগণ।
বনাম
শ্রীমতী অপু দত্ত দীগর ...... বিবাদীগণ।

এতদ্বারা **শ্রী সুদীপ ঘোষ,** পিতা-৺সুবোধ ঘোষ, সাকিন - নোহারী, পোষ্ট- নোহারী, থানা- গড়বেতা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, **শ্রী সৌমেন ঘোষ,** পিতা- ৺সুবোধ ঘোষ, সাকিন- HIGB-105 Phase II, Post Office- Kalinga Vihar, Raurkela, District- Sundargarh এবং **শ্রীমতী ঝুমা সরকার,** স্বামী শ্রী উত্তম সরকার, সাকিন - রডগাতরা, সারেঙ্গা, পোষ্ট- সারেঙ্গা, থানা- রাইপুর, জেলা- বাঁকুড়া যথাক্রমে 1(h)/1 নাগাদ 1 (h)/3 বিবাদীগণকে জানানো যাইতেছে যে- শ্রীমতী গীতা ঘোষ দীগর বাদীগণ হিসাবে বলাই দত্তর ওয়ারিশগণ তথা অপু দত্ত দীগরের বিরুদ্ধে পশ্চিম মেদিনীপুর গড়বেতা থানার অন্তর্গত ছোট নোহারী (জে এল নং ৫০৩) মৌজার ২৯ দাগে০.২৩ একর সম্পত্তির বিষয়ে declaration ও ইনজাংশনের প্রার্থনার উপরোক্ত মোকর্দ্দমা pending রহিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে আপনাদের কাহারও ও অপর কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে আগামী 19/03/2024 তারিখে স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এ্যাডভোকেট মহাশয়দের দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য পেশ করিতে পারেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য করা হইবে।

অনুমত্যানুসারে
Sumita Saren (Das)
সেরেস্তাদার
মেদিনীপুর ৩য় দেওয়ানী (উচ্চ বিভাগ) আদালত

GENERAL NOTICE

IN THE DISTRICT DELEGATE 5th CIVIL JUDGE AT ALIPORE
Act 39 Case No. 167 of 2023

In the goods of : Jaginder Lall Mehta, Son of Late Hakumat Rai Mehta, lately residing at Flat No. 9, 9 Lake Range, P.S. Tollygunge, Kolkata-700026, a Hindu Inhabitant.

...Deceased

In the matter of : Samarth Mehta, Son of Late Pravin Mehta, residing at Flat No. 17C, Shankh Mani, 338 Motilal Gupta Road, Kolkata-700082.

...Petitioner

WHEREAS an application has been filed by the petitioner abovenamed before this Ld. Court on 15.06.2023 for Grant of Succession Certificate in the Goods of Jaginder Lall Mehta who is stated to have died on 26.10.2012, and who was living at the time of his death at the above address and the time of his death the deceased abovenamed left behind the various assets (savings bank and post office) which is to the tune of Rs. 15,72,533.98/- (Rupees Fifteen Lac Seventy Two Thousand Five Hundred Thirty-Three and Ninety Eight Paisa Only).

Now it is noticed for general information that any person having objection thereto, may appear in person or through authorised agent before the Learned District Delegate 5th Civil Judge at Alipore within 30 days and to file objection if any there against. In default the application will be heard and determined exparte in accordance with law.

By Order
Sd/-
Office Superintendent
District delegate 5th Civil Judge
Alipore

নাম পরিবর্তন

আমি অরুন কেডিয়া, পিতা - স্বর্গীয় রাম কুমার কেডিয়া, ঠিকানা - 50, সুহাসিনী গাঙ্গুলী সরণী, পোঃ ভবানীপুর, থানা- কালীঘাট, কলকাতা-700025 নোটারি পাবলিক এর Affidavit দ্বারা অরুন কুমার কেডিয়া নামে পরিচিত হলাম। Affidavit B. No. 06 Sl. No. 39/2024 dated 07.02.2024. অরুন কেডিয়া ও অরুন কুমার কেডিয়া একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, **NAVIN AGARWAL,** S/O Ram Niwas Agarwal, residing at BE-297, Saltlake, Sector-1, Kolkata-700064, have changed my name and shall henceforth be known as **NAVIN KUMAR AGARWAL** as declared before the Notary Public, C.M.M.Court vide affidavit no 29 dated 05.02.2024 Navin Agarwal and Navin Kumar Agarwal both are same and identical person.

Lost & Found

Lodge a GDE- 371/24 dated 06.01.2024 gainst lost Deeds bearing numbers (1) 3292 of 1989 (2) 3289 of 1989 (3) 3293 of 1989 in Jorasanko Police Station. If anybody found the same, Please return the same and contact Geetika Agarwal Advocate 7980804362

CHANGE OF NAME

I, SHAMMA PARVEEN D/O SALIM JABID residing at H. No. 26, B.L. No. 19/A, Mominpara, P.O. & P.S.- Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743125 hereby declare vide affidavit filed in the court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 02.02.2024 that my father's actual and correct spelt name is SALIM JABID and it is recorded in my Aadhar and PAN Cards and also in his Aadhar and PAN Cards but due to inadvertence, my father's spelt name has been recorded as SALIM JAVED in my all educational documents. SALIM JABID S/O Late Alamgir Mia and SALIM JAVED S/O Late Alamgir Mia denotes the name of same and one identical person.

পাবলিক নোটিস

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী সুভায়ন দাস, পিতা স্বর্গীয় বারিন্দ্র নাথ দাস, সাং– হালদার পাড়া, ষষ্ঠীতলা, থানা ও পোষ্ট – চন্দননগর, জেলা– হুগলী, ৭১২১৩৬ নিবাসী, দাগ নং– ৬৩ ও ৬৬, তথা খতিয়ান নং– ৪৩ ও ৪৪, মৌজা– চন্দননগর, শিট নং– ১৯ জমির পুরাতন বিক্রয় দলিল যাহার নং– ০২৩৯৮/২০০২, উক্ত দলিলটি মালিকগন তথা ১. শ্রী নির্মল কুমার বিশ্বাস ও ২. শ্রীমতী চন্দনা বিশ্বাস হইতে আমমোক্তারনামা বলে তার কাছে বর্তমান ছিল কিন্তু ইংরাজি ০৭/০২/২০২৪ তারিখে উক্ত দলিলটি হারাইয়া যায় এবং উক্ত বিষয়ে তিনি অবগত হইলে গত ইংরাজি ০৭/০২/২০২৪ তারিখে স্থানীয় চন্দননগর থানায় উক্ত দলিলটি হারাইয়া যাইবার বিষয়ে একটি লিখিত জেনারেল ডায়েরি নথিভুক্ত করেন যাহার নং– ৩৮৬ তাং– ০৭/০২/২০২৪। উক্ত দলিলটির বিষয়ে কেউ অবগত হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইবার জন্য অনুরোধ রহিলঃ

Mr. Arindam Mitra
Advocate Chandernagore
Court, Chandernagore
Strand Road,
P.S. & P.O.:- Chandernagore,
Dist.:-Hooghly, PIN- 712136,
MOB - 9123331401

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ই ফেব্রুয়ারি। ২৫শে মাঘ। শুক্র বার। চতুর্দশী তিথী। জন্মে মকর রাশি অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি,গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন।যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান ,মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে ,হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে।আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখবর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শাহজাহানদের গ্রেপ্তারির দাবি, অগ্নিগর্ভ সন্দেশখালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। অবশেষে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা শেখ শাহজাহান, ব্লক সভাপতি শিবপ্রসাদ হাজরা এবং তাঁর সঙ্গী উত্তম সর্দারকে গ্রেপ্তারির দাবিতে লাঠি, বাঁশ হাতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পথে নামেন সন্দেশখালির মহিলারা। থানা ঘেরাও করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। প্রতিবাদে রাস্তায় বসে পড়েন মহিলারা। মহিলাদের আরও দাবি, শাহজাহানেরা দিনের পর দিন ধরে জমি দখল করেছেন। মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়েছেন। অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তারির দাবিতে তাই ক্ষোভে ফুঁসছে সন্দেশখালি।

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেও এদিন বিক্ষোভকারীরা সোচ্চার হয়। বুধবার থেকেই উত্তেজনা ছিড়িয়েছিলো সন্দেশখালিতে। রাতে তৃণমূল নেতাদের বাড়ি, পোলট্রি ফার্ম ভাঙচুর করা হয়। যদিও স্থানীয় মানুষদের দাবি, শাহাজাহান আত্মগোপন করার পর থেকেই সন্দেশখালিতে তৃণমূলের ব্যাকফুটে। নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে বহিরাগতদের ঢুকিয়ে নিজেদের বাড়ি, দোকান, পোলট্রি ফার্ম ভাঙচুর করে মানুষের আন্দোলনকে ভেঙে দিতে চাইছে। দীর্ঘদিন ধরে শেখ শাহাজাহানের নেতৃত্বে শিবপ্রসাদ হাজরা, উত্তম সরদার এলাকায় অত্যাচার করে চলছিলো।দীর্ঘদিন ধরে এই বঞ্চনা সহ্য করতে করতে তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। তাই এবার সকলে একত্রে রাস্তায় নেমেছে নিজেদের অধিকার রক্ষায়।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঘরের মহিলারা লাঠি, বাস নিয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ শুরু করে। সন্দেশখালি থানার আইসির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। বসিরহাট পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা ঘটনাথলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের একাধিকবার বোঝানোর চেষ্টা করে বিফল হয়। তাদের অভিযোগ, তৃণমূল নেতারা সরকারি জায়গা দখল করে ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহার করছে। সন্দেশখালি ৮ নম্বর পুকুর পাড়ে সরকারি সম্পত্তির উপরে মুরগির ফার্ম করেছে শিবোপ্রসাদ হাজরা। নদীর পাড় দখল করে শাহাজাহান হোটেল রেস্টুরেন্ট বানিয়েছে। এরকম একাধিক অভিযোগ তারা জানিয়েছে। তবে এই ঘটনায় পুলিশ দুই জনকে গ্রেপ্তার করলেও তাদের নাম প্রকাশ করতে চাইছে না তদন্তের স্বার্থে।

বুধবার বহিরাগতদের এলাকায় ঢোকানোর খবর পেয়ে তাদের আটকাতেই তুষচাপা আগুনে ঘৃতাহুতি হয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই বুধবার বহিরাগতদের আটকে দেয় এলাকার মানুষ। তারপর থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। এই আন্দোলনের রেশ আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। আন্দোলনকারীদের সংখ্যা যত বাড়ছে ততই বাড়ানো হচ্ছে পুলিশের সংখ্যা। আন্দোলনের রেশ সন্দেশখালি ছাড়িয়ে আরও বৃহত্তর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। সূত্রের খবর, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। ফলে আগামীদিনে এই আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়বে বলেই ধারনা রাজনৈতিক মহলে। আর এই আন্দোলনের তেজ আগামীদিনে বসিরহাট লোকসভা নির্বাচনের উপরও পড়তে পারে বলেই দাবি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে বাংলাকে বঞ্চনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ছিল অবস্থান ধরনার সপ্তম দিন। তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল এবং এস সি, এস টি, ওবিসি সেল এর পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মোশারফ হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রাজ্য বাজেটের প্রশংসা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি নমিত বাজোরিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রে যে ৪ শতাংশ সুদে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, তার প্রশংসা করতে শোনা গেল বণিকসভা মার্চেন্টস্ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-র সভাপতি নমিত বাজোরিয়ার গলায়। প্রসঙ্গত, ২০২৪-২৫ সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বাজেটে এই প্রস্তাব পেশ করা হয়। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের এসএমই সেক্টরের ব্যাঙ্ক ক্রেডিট বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারের প্রয়াসের প্রশংসা করেন। বাজোরিয়া এদিন বাজেট প্রসঙ্গে এও বলেন, দুটি নদী সেতু এবং একটি দীর্ঘ উড়ালপুল এবং ৬টি লজিস্টিক করিডর নির্মাণের মাধ্যমে পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপ সূচিত করে। একইসঙ্গে এটি অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক দিশায় চালিত করতে সাহায্য করছে। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি তিনি হোটেল শিল্পে যে জরিমানা ও সুদ মকুফ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাকেও স্বাগত জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন, হোটেল শিল্পের জন্য দীর্ঘকালীন লাক্সারি ট্যাক্সের সমস্যা সমাধানে রাজ্য এবার পদক্ষেপ করল।

সিভিক পুলিশ ও ভিলেজ পুলিশদের বিশেষ উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বাজেটে বড়সর উপহার পেলেন সিভিক পুলিশ ও ভিলেজ পুলিশের কর্মীরা। উপহার মিলল চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরও। বাজেটে সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ভিলেজ পুলিশদের মাসিক পারিশ্রমিক ১ হাজার টাকাবাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তাদের অবসরকারী সুবিধাও বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করারকথা বলা হয়েছে। চুক্তি ভিত্তিক রাজ্য সরকারী গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের বেতন যথাক্রমে ৩ হাজার ও সাড়ে তিন হাজার টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এরফলে ৫০ হাজার এধরনের কর্মী উপকৃত হবেন। শুধু বেতন বৃদ্ধি নয়, এবার থেকে সিভিক পুলিশ ও ভিলেজ পুলিশ থেকে রাজ্য পুলিশে কর্মী নিয়োগের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হচ্ছে বলে এদিন বাজেটে জানান অর্থমন্ত্রী। রাজ্য পুলিশের নিয়োগের ক্ষেত্রে এতদিন ১০ শতাংশ কোটা ব্যবহার করা হত সিভিক পুলিশ ও ভিলেজ পুলিশের কর্মীদের জন্য। এবার থেকে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে করা হচ্ছে ২০ শতাংশ। অর্থমন্ত্রী জানান, এই খাতে চলতি বাজেটে সরকার ১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আরও জানান, সিভিক পুলিশ ও ভিলেজ পুলিশের এইসব কর্মীরা অবসরকালীন সুবিধা হিসেবে এতদিন ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা পেতেন। এবার থেকে তা বাড়িয়ে করে দেওয়া হল ৫ লক্ষ টাকা। এই খাতে সরকার অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তবে এই বর্ধিত বেতন পাওয়া যাবে ২০২৪ সালের মে মাস থেকে পাওয়া যাবে।

ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প আরও সম্প্রসারিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পকে আরও সম্প্রসারিত করা হল রাজ্য বাজেটে। এর ফলে উপভক্তারা আরো কম সুদে এই প্রকল্পে ঋণের সুযোগ পাবেন। এই প্রকল্পে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী ২ লক্ষ যুবক-যুবতী তাদের স্বনিযুক্তিমূলক কর্মে ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংস্থা স্থাপনের জন্য এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আর্থিক সহায়তা বাবদ বা সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ঋণ ব্যাঙ্ক মারফত পান। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এদিন তার বাজেট ভাষণে বলেন, 'আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমাদের সরকার এই প্রকল্পটিকে আরও শক্তিশালী করার এবং ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য আরও সহজতর করার উদ্যোগ নিচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ইন্টারেস্ট সাবভেন্সন বা সুদ কমানোর প্রকল্প চালু করা হচ্ছে।'

মানবদরদী, বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল বাজেট: শিল্পপতি সঞ্জয় বুধিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার রাজ্যের বাজেটকে স্বাগত জানালেন প্যাটন গ্রুপের কর্ণধার সঞ্জয় বুধিয়া। তিনি জানান, এদিন যে বাজেট যে ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একযোগে কাজ করার জন্য একাধিক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এদিনের বাজেটে জমি লিজের ক্ষেত্রেও নতুন নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। কনভার্সন ফি প্রদান করে 'লিজ হোল্ড ল্যান্ড'কে 'ফ্রি হোল্ড ল্যান্ড'-এ রূপান্তরের জন্য নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ব্যবসা এবং ইনডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে অনলাইনে অভিযোগ জানানোর জন্য কলসেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা যে কোনও ব্যবসা চালানোর পক্ষে অনেক সুবিধাজনক এবং সহায়ক হবে। এদিকে শহরাঞ্চলের ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট অনেকের কাছেই বহুদিনের প্রত্যাশা ছিল। এবার এই আইন বাতিল করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এরই পাশাপাশি সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্ট্যাম্প ডিউটি ১০০০টাকা ঘোষণা করা হয়েছে যা আগে রেজিস্ট্রেসনের ০.৫ শতাংশ হিসেবে ধার্য করা হতো। এছাড়াও 'ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড' প্রকল্পের আওতায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৪ শতাংশ ঋণের ক্ষেত্রে সুদ দেওয়ার বিষয়টি শিল্পোদ্যোগের কাজে লাগবে বলেই মনে করছেন প্যাটন গ্রুপের কর্ণধার। একইসঙ্গে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে এদিনের এই রাজ্য বাজেটে। একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোও এরফলে শক্তিশালী হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এদিনের এই রাজ্য বাজেট আস্থাব্যঞ্জক, ধারাবাহিক এবং বিশ্বাসযোগ্য বাজেট। এই বাজেট প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ইঙ্গিতের পাশাপাশি এবং আমাদের রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৫ মাঘ ১৪৩০ শুক্রবার

গ্রেপ্তার ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েত ভোটের সময় অশান্তি, আইএসএফ কর্মীকে খুনের অভিযোগে ভাঙড়ের কাশীপুর থেকে তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হল। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় আরাবুলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁকে লালবাজারে নিয়ে আসা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে বলে একটি সূত্রের খবর। আবার অন্য একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, খুনের অভিযোগে ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক লালবাজারে আনা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে পুলিশের একটি সূত্রে। যদিও সরকারি ভাবে পুলিশের তরফে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করা হয়নি। অতি সম্প্রতিই ভাঙড় কলকাতা পুলিশের অধীনে এসেছে। সেই সূত্রে উত্তর কাশীপুরও। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় সেখানকার পুলিশই আরাবুলকে গ্রেপ্তার করে।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে মইনুদ্দিন মোল্লা নামে এক আইএসএফ নেতাকে খুনের অভিযোগে মামলা দায়ের হয় তৃণমূল নেতা আরাবুলদের নামে। সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু আচমকা আট মাস পর

কেন গ্রেপ্তার করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আবার আরাবুলের গ্রেপ্তারির পিছনে রাজ্যের শাসকদলের 'অভিসন্ধি' দেখছেন।

বস্তুত, পঞ্চায়েত ভোটের সময় দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় বিধানসভা এলাকা। বোমাবাজি, গোলাগুলি এবং সংঘর্ষ বেধেছে। গোলমালে জড়িয়েছে তৃণমূল এবং আইএসএফ। আইএসএফের একাধিক কর্মীর মৃত্যু হয়। নাম জড়ায় আরাবুলদের। সূত্রের খবর, পুলিশের ডাকে বৃহস্পতিবার আরাবুল ইসলাম ও তাঁর ছেলে আসেন উত্তর কাশীপুর থানায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি সৈকত ঘোষ। পঞ্চায়েত ভোটে ঝামেলার ঘটনায় এদিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয় তাঁকে। একইসঙ্গে আইএসএফ কর্মী খুনের ঘটনাতেও আরাবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার বলে পুলিশ সূত্রে খবর। দু'টি ঘটনাতেই আরাবুলের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার সময় বিজয়গঞ্জ বাজারে যে ঝামেলা হয়েছিল তাতেই গ্রেপ্তারি বলে জানা যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এতদিন পরে কেন? বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ,'এটা গ্রেপ্তারি নয়। গ্রেপ্তার করে ভোটের সময় জামিন দেবে, যাতে আরাবুলকে দিয়ে ভোট করানো যায়। আপনারা ভাবছেন পুলিশ রাজধর্ম পালন করছেন। কিন্তু মমতার পুলিশ এসব করে না। আরাবুল, সওকতকে দিয়ে ভোট লুঠ করবে তৃণমূল। পরোয়ানা ছিল, গ্রেপ্তার করা হল, যাতে নির্বাচনের সময় কমিশনের গ্রেফতারির মুখোমুখি না হতে হয়।' গোটাটাই পরিকল্পিত বলে দাবি শুভেন্দুর।

মাধ্যমিকের পরই স্মার্টফোন, রাজ্য বাজেটে নয়া ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার মাধ্যমিক পাশ করার পর পড়ুয়াদের মিলবে স্মার্ট ফোন। বৃহস্পতিবার প্রস্তাবিত বাজেট পেশের সময় ঘোষণা করলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তবে এই ঘোষণার সময় একটি শর্তও দিয়ে রাখলেন অর্থপ্রতিমন্ত্রী। জানিয়ে দিলেন, ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক পাশের পর স্কুলে ভর্তি হতে হবে।

করোনা কালে প্রথম ডিজিটাল শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে প্রত্যন্ত এলাকায় বহু পরিবারের পক্ষেই যেখানে বই, খাতা কেনাটা কষ্টসাধ্য সেখানে পড়াশোনার জন্য স্মার্টফোন কেনাটা কার্যত দুঃস্বপ্ন ছিল। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই অনলাইন শিক্ষার প্রসারে 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে রাজ্যের প্রতিটি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে ট্যাব কিংবা স্মার্টফোন দেওয়ার

সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। কারণ, করোনা কালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অনলাইনে পড়াশোনা চলছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে। পড়ুয়াদের সুবিধার্থে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে সরাসরি পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয় টাকা। তবে এবার থেকে দ্বাদশ নয়, মাধ্যমিক পাশের পরই মিলবে ট্যাব বা স্মার্টফোন। অর্থাৎ একাদশ শ্রেণিতে উঠলেই পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে যাবে টাকা। এর জন্য ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছে রাজ্য। মাদ্রাসাগুলোর জন্যও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্য বাজেটে। বলা হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসমেত অত্যাধুনিক পাঠক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে ধাপে ধাপে মাদ্রাসাগুলোকে উন্নত করা হবে। যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। এছাড়া মিড-ডে মিলের রাঁধুনি ও সাহায্যকারীদের বেতনে ৫০০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য বাজেটে বলা হয়েছে, আগে মাসে ১০০০ টাকা করে ১০ মাস টাকা পেতেন রাঁধুনি ও হেল্পাররা। এবার থেকে প্রতিমাসে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে ২ লক্ষ ৩০ হাজার জনকে। যার জন্য বরাদ্দ ১৪০ কোটি টাকা।

স্কুলের কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রশাসক মণ্ডলীর এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। স্কুল কর্তৃপক্ষের এফআইআর-এর ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বালিগঞ্জের ওই নামী ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন কৃষ্ণ ধামানি নামে অভিযুক্ত ব্যক্তি। অভিযোগ, এই তিন বছরে স্কুলের অ্যাকাউন্ট থেকে ধীরে ধীরে প্রায় ১০ কোটি টাকা সরিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে রেখেছিলেন। দিন কয়েক আগে স্কুলের অডিট করতে গিয়ে এই গরমিল ধরা পড়ে। এত টাকা নয়ছয়ের ঘটনায় উদ্বিগ্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ। একাধিক থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে প্রাথমিকভাবে জানা যায়, স্কুলের তহবিল থেকে অর্থ নয়ছয়ের নেপথ্যে রয়েছেন কৃষ্ণ ধামানি নামে ট্রাস্টি বোর্ডের ওই সদস্য। বৃহস্পতিবার তাঁকে আটক করে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে বিস্তারিত তদন্ত। শহরের নামী ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে অর্থ তছরুপের এই ঘটনা তাদের শিক্ষার পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের। আর সেই কারণেই দ্রুত এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে তদন্ত শেষ হোক, সেটাই চাইছে তারা।

রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া এবার ইছাপুরে বোনের দেহ আগলে বসে ছিলেন দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া এবার নোয়াপাড়া থানার উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইছাপুর বিধানপল্লিতে। বুধবার রাতে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ ৬৫ বছরের কৃষ্ণা ঘোষের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। বোনের দেহ আগলে বসেছিলেন দাদা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে বাবলু। ঘটনা নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর প্রদীপ বসু জানান, ঘোষ বাড়ি থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। ওইদিন সন্ধেয় স্থানীয়রা তাঁকে জানান। তিনি নোয়াপাড়া থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে কৃষ্ণা ঘোষের দেহ উদ্ধার করে। সেইসঙ্গে মৃতার দাদা বাবলুকে পুলিশ উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেছে। প্রদীপ বাবুর দাবি, দাদা-বোন দুজনেই মানসিক ভারসাম্যহীন। মৃতার পড়শি অরূপ দেবনাথ জানান, আগে ওনারা ভালোই ছিলেন। কিন্তু বয়স বাড়তেই ওনাদের মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। পাড়ার লোকজনের সঙ্গে ওনারা তেমন মেলামেশা করতেন না। এমনকি ওনারা খুব একটা বাড়ির বাইরে বের হতেন না। অরূপবাবু জানান, বুধবার সন্ধে থেকে ওই বাড়ির আশপাশে পচা দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। তখনই এলাকার লোকজনের সন্দেহ হয়। রাতে পুলিশ এসে মহিলার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু ওনার দাদা ঘরেই ছিলেন। স্থানীয়দের অনুমান, তিন-চার দিন আগে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

ইডির তলব ডব্লুবিসিএস অফিসার-সহ একাধিক সরকারি আধিকারিককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মনরেগা (একশো দিনের কাজ) প্রকল্পে দুর্নীতির তদন্তে তেড়েফুঁড়ে ময়দানে নেমেছে ইডি। ইতিমধ্যেই ছ'টি জায়গায় তল্লাশি চালান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। একশো দিনের কাজের দুর্নীতির তদন্তে ইতিমধ্যেই ডাব্লুবিসিএস অফিসার সহ ডেপুটি কালেক্টর এবং নির্মাণ সহায়কের কর্মীদের বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। ইডি সূত্রে খবর, এবার তাঁদেরই তলব করা হয়েছে সিজিও কমপ্লেক্সে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ডেপুটি কালেক্টর সঞ্চয়ন পানকে তলব করা হয়েছে। ওই একই দিনে সিজিও-তে ডেকে পাঠানো হয়েছে নির্মাণ সহায়ক কর্মী সন্দীপ সাধু খাঁকে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি তলব করা হয়েছে অফিসার শুভ্রাংশু মণ্ডলকে। বেশ কিছু ব্যাঙ্কের নথি পত্র নিয়ে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে তাঁদের।

প্রসঙ্গত, প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প মনরেগা প্রকল্পে ভুয়ো জব কার্ড বানিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, ১০০ দিনের কাজ করেননি, এমন অনেক প্রাপকের নামে ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের টাকা সরানো হয়েছে। ইডির গোয়েন্দাদের দাবি, ১.৭৯ কোটি টাকার দুর্নীতি মনরেগা প্রকল্পে হয়েছে। তবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তদন্ত করার আগেই এই দুর্নীতির তদন্তে নেমেছিল সিআইডি। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানায় দায়ের হওয়া মনরেগা সংক্রান্ত দু'টি মামলার তদন্ত করেছিল সিআইডি-র ইকোনমিক অফেন্স উইং। উল্লেখ্য, গত সোমবার চুঁচুড়া, ঝাড়গ্রাম, বহরমপুর এমনকী কলকাতার সল্টলেকেও তল্লাশি চালিয়েছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। একদম সকালেই তাঁরা পৌঁছে যান ঝাড়গ্রামে বাছুরডোবা হাউজিং ব্লক-বি-এর এক সরকারি আবাসনে। ডব্লুবিসিএস অফিসার শুভ্রাংশু মণ্ডলের বাড়িতে চলে তল্লাশি অভিযান। এর পাশাপাশি, সল্টলেক সেক্টর-ওয়ানের ইবি ব্লকে অবস্থিত ডেপুটি কালেক্টর সঞ্চয়ন পানের বাড়িতেও পৌঁছন আধিকারিকরা। তল্লাশি চলে চন্দননগরে হরিদ্রাডাঙা এলাকায় সন্দীপ সাধুখাঁ নামে এক নির্মাণ সহায়কের বাড়িতেও।

হাসপাতালে পরীক্ষা দিলেন এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা দিচ্ছেন এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। জানা গিয়েছে, শ্যামনগর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের সিট পড়েছে শ্যামনগর সীতানাথ পাঠশালায়। মঙ্গলবার একেবারে পরীক্ষা শেষের দিকে শ্যামনগর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্র করন সিং পরীক্ষা কেন্দ্রেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওইদিন তাকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার মাধ্যমিকের কোনও পরীক্ষা ছিল না। মাধ্যমিক পর্ষদের অনুমতিতে বৃহস্পতিবার ওই পরীক্ষার্থী হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা দিলেন। অসুস্থ ছাত্রের দিদি অলোকা সিং বলেন, এমঙ্গলবার পরীক্ষা শেষের দিকে ভাইয়ের পেটে প্রচণ্ড ব্যথা ওঠে। ব্যথায় কাবু হয়ে ভাই পরীক্ষা কেন্দ্রে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। ভাইকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার জন্য আনা হয় ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। এদিন হাসপাতালের বেডে বসেই ভাই পরীক্ষা দিয়েছে।' হাসপাতাল সুপার মিজানুল ইসলাম বলেন, 'পরীক্ষার্থী করন সিং মঙ্গলবার দুপুরে পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এখনও পরীক্ষার্থী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমতি নিয়েই হাসপাতালে ওর দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওর শারীরিক অবস্থা এখন অনেকটাই স্থিতিশীল।'

'সংসদে আমার শেষদিন, ধন্যবাদ ঘাটালবাসীকে,' দেবের ভাষণে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তবে কি সত্যি আর আসন্ন লোকসভা ভোটে দাঁড়াবেন না তৃণমূলের অভিনেতা সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)?

প্রথমে প্রশাসনিক তিন পদ থেকে ইস্তফা। তারপর গত বুধবার লোকসভায় তাঁর বরাদ্দ আসনের ছবি বুধবার পোস্ট করে ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী (দেব) লিখেছিলেন, 'আর কয়েক ঘণ্টা'। বৃহস্পতিবার সংসদের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লিখলেন, 'সংসদে আমার শেষ দিন। ধন্যবাদ দিদি। ধন্যবাদ ঘাটালবাসীকে।' সংসদের বক্তৃতায় দেব এ-ও বলেন, 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১০ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও অর্থ দেয়নি। যা করার রাজ্য করেছে।'

এদিনই দুপুরে সংসদের বক্তৃতায় দেব বলেছিলেন, 'আমি থাকি বা না থাকি, ঘাটাল আমার হৃদয়ে থেকে যাবে।' দেব বলেছিলেন, '১০ বছর সাংসদ হিসাবে কাজ করতে দেওয়ার জন্য আমি আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।' তা থেকেই তথ্যভিজ্ঞ মহলের অনুমান, সাংসদ হিসেবে দেবের যাত্রা শেষ।

অধিবেশনের পরে নতুন সংসদ ভবনের বাইরে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেব বলেন, 'ভোটে দাঁড়ানোর বিষয়ে আমার কী বক্তব্য তা এক বছর আগেই আমি নেত্রীকে জানিয়েছিলাম। কয়েক দিন আগেও তা জানিয়েছি। এখন এ নিয়ে কিছু বলব না।' বস্তুত, ঘাটাল মহকুমায় প্রতি বছর বর্ষায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। তা রুখতেই মাস্টার প্ল্যানের কথা বহু দিন ধরেই আলোচনার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে ভোটের সময়ে তা 'ইস্যু' হলেও কার্যকর হয় না। সম্প্রতি বিজেপির তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার ১৬০০ কোটি টাকা দিলেও কাটমানির ভাগাভাগির লড়াইয়ে সেই টাকা ফেরত চলে গিয়েছে। সেই অভিযোগ উড়িয়ে দেব বলেন, 'কারা বলছে আমি জানি না। তবে সংসদেও বলেছি, কেন্দ্র কোনও টাকা দেয়নি। যতটুকু হয়েছে তা রাজ্যের টাকাতেই হয়েছে।'

দেব ভোটে দাঁড়াবেন কি না তা নিয়ে অনেক দিন ধরেই গুঞ্জন চলছে। শাসকদলের মধ্যে এই আলোচনা রয়েছে, রাজ্যের এক মন্ত্রীর উপর দেব ক্ষুব্ধ। তাঁর ছবি নন্দনে জায়গা না পাওয়া নিয়েই নাকি সেই ক্ষোভের সূত্রপাত। যদিও অভিনেতা-সাংসদ কখনও, কোথাও প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কিছু বলেননি। এদিকে আবার একাংশ মনে করছে দুর্নীতির নালিশের পরিপ্রেক্ষিতেই ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, ঘাটাল সুপার স্পেশালিটির হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের পদ থেকে ও বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দেন। গত বুধবারই একটি ফোনালাপের অডিও ভাইরাল হয় (এটির সত্যতা 'একদিন' যাচাই করেনি)। যেখানে দেবের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির নালিশ ঠুকতে শোনা গিয়েছে ঘাটালের প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর দোলইকে। যদিও ওই গলা তাঁর নয় বলেই পরে শঙ্কর দাবি করেছেন। এ প্রসঙ্গে দেবও বলেছিলেন, 'ওখানে কি আমার গলা আছে?' অনেকের মতে, গোরু পাচার মামলার তদন্তের সূত্রে দেবকে ডেকেছিল সিবিআই। অভিযোগ, গোরু পাচারের টাকা দেবের ছবিতে বিনিয়োগ হয়েছিল। দেব কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে এড়াতেই আর ভোটে দাঁড়াতে চান না বলে তাঁরা মনে করেন।

গাড়ি-রেস্তোরাঁর কর খানিক মকুব, দানপত্রের স্ট্যাম্প ডিউটিতেও ছাড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাজেটে কল্পতরু রাজ্য সরকার। সুখবর গাড়ি ও রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীদের জন্য। গাড়ি-রেস্তরাঁর ব্যবসায়ীদের কর কিছুটা মকুবের পথেও হেঁটেছে নবান্ন। এমনকী, জমির দানপত্রের স্ট্যাম্প ডিউটিতেও ছাড় দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের এই ভূমিকাতে একদিকে যেমন স্বস্তি পাবেন রেস্তরাঁ, গাড়ির মালিকরা তেমনই রাজ্যের আয়েও টান পরতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।

এদিনের বাজেটে বলা হয়েছে, রেজিস্টার্ড গাড়ির ক্ষেত্রে কম হারে লাইফ টাইম ট্যাক্স ধার্য করা হবে। ছোট প্যাসেঞ্জার গাড়ির ক্ষেত্রেও কম হারে ট্যাক্স কার্যকর করা হতে পারে। তবে কত শতাংশ হারে কর দিতে হবে, তার উল্লেখ নেই বাজেটে। হোটেল-রেস্তরাঁর মালিকদেরকেও স্বস্তি দেওয়া হয়েছে বাজেটে। বকেয়া লাক্সারি কর মেটাতে 'সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট' স্কিম চালু করছে রাজ্য সরকার। যেখানে শুধুমাত্র বকেয়া লাক্সারি কর নেওয়া হবে। তার উপর জরিমানা বা সুদ নেওয়া হবে না। এর ফলে প্রায় ৫ হাজার হোটেল-রেস্তরাঁ মালিক উপকৃত হবেন বলে মনে করছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কর ছাড় দেওয়া হয়েছে জমির দানপত্রের ক্ষেত্রেও। বর্তমান আইন অনুযায়ী, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দানপত্রে রেজিস্ট্রেশনে সম্পত্তির মূল্যের উপর ০.৫ শতাংশ হারে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয়।

বিচারপতির মুখে প্রশংসা শুনে গর্বিত অভিনেতা-সাংসদ দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল সাংসদ দেব অভিনীত প্রধান সিনেমার প্রশংসা বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে। বেশ কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছিল সিনেমাটি। তবে গত বুধবার সেটি দেখেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতির কথায়, 'গতকাল প্রধান সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। সিনেমাটা আমার খুব ভাল লেগেছে।' বিচারপতির মুখে প্রশংসা শুনে দিল্লিতে সংসদে দাঁড়িয়েই তাঁর খুশির কথা জানালেন তৃণমূল সাংসদ দেব। বললেন, এটা বিশাল গর্বের বিষয় তাঁর কাছে।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এজলাসে বসে দেবের সিনেমার প্রশংসা করেন। জানান, বেশ ভালো লেগেছে

সিনেমাটি। পাশাপাশি এও স্পষ্ট করেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিনামূল্যে বিশেষ আসনে বসে তাঁর সিনেমা দেখার ব্যবস্থা হলেও ৭০ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে তিনি সিনেমা দেখেছেন। বিচারপতির কথায়, 'সিনেমাহলের এক জন আধিকারিক আমায় এসে বললেন, আপনি কেন টিকিট কাটছেন? আপনার টিকিটের জন্য টাকা লাগবে না। এমনকী আপনার জন্য আসনও বরাদ্দ রয়েছে। আমি তাঁকে বলেছি, সিনেমা দেখলে টিকিট কাটবই। তবে আপনি যেখানে খুশি আমাকে বসাতে পারেন। তাতে আমার আপত্তি নেই।' সিনেমার প্রশংসা শুনে দেব জানালেন, এটা তাঁর কাছে গর্বের বিষয়। তাঁর কথায়, 'যে কোনও চরিত্র যদি কারও ভাল লাগে এবং সেই মানুষটা যদি অভিজিৎদা হয়ে থাকেন, সেটা বিশাল গর্বের বিষয়। বিচারপতির এই প্রশংসা অনুপ্রেরণা দেবে, যাতে আগাম ছবিতে আরও ভালো কাজ করতে পারি।'

সম্পাদকীয়

সব দোষ শিক্ষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে উদাসীন থাকা ঠিক নয়

শিক্ষার ঘাটতি শিক্ষকরা মিটিয়ে দেবেন, এমন ভাবনা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর মনে আসা উচিত নয়। এমনিতেই প্রতিনিয়ত শিক্ষা-ঘাটতি বেড়েই চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে দিন-দিন শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য ধরা পড়ছে। স্বাধীনতার আগে শিক্ষার সার্বিক হার পীড়াদায়ক ছিল। ভাবা হয়েছিল, স্বাধীনতার পর সেই পীড়া দূর হবে। স্বাধীনতার পর শিক্ষার প্রসার অবশ্যই বেড়েছে। বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণের হারও যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার পরেও শিক্ষার হার ষোলো আনা পূর্ণ আজও হয়নি। বরং জনসংখ্যার হার যতটা বেড়েছে, শিক্ষার হার সেই অনুপাতে ততটা বাড়েনি। সদ্য প্রকাশিত 'এএসইআর ২০২২' বা অ্যানুয়াল স্টেটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট ২০২২ বলেছে, কোভিডকালের পর স্কুলে ভর্তি বেড়েছে, লেখাপড়ার মান বেড়েছে ইত্যাদি। এ দিকে এডুকেশন রিপোর্টের ভিতরে রয়েছে হাড় হিম করা সমীক্ষার খবরও। সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে, বহু পড়ুয়া রিডিং পড়তে পারে না। তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের ৩২.৬ শতাংশ মাত্র ফেলে আসা ক্লাস দ্বিতীয় শ্রেণির বই গড়গড়িয়ে পড়তে পারে। প্রাথমিকের পড়ুয়াদের মাত্র ৩২.৪ শতাংশ বিয়োগ করতে পারে। এবং সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট, অন্য সব রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গেই টিউশন-নির্ভরতা বেড়েছে। ৭৪.২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী টিউশন নির্ভর। অন্য দিকে, রাজ্য সরকার প্রদত্ত বহু সুবিধাদি প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ৩১.৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী স্কুলে ভর্তি হয়েও স্কুলে যায় না। বোঝা যায়, শিক্ষা আজও অবহেলার শিকার। অথচ, রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলো থেকেই মসৃণ ভাবে পড়া শিখে, নামতা শিখে, অঙ্ক কষা শিখে পড়ুয়াদের হাই স্কুলে ভর্তি হওয়া উচিত। সেই ভাবে পড়ুয়াদের তৈরি করে দেওয়া উচিত বুনিয়াদি স্কুলগুলোর। কিন্তু তা হয় না। হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর দেখা যায় বহু পড়ুয়া, হাই স্কুলে পড়ার ন্যূনতম মানটুকুও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নিয়ে যায় না। এর জন্য প্রাথমিক স্কুলগুলোই দায়ী। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল রাখতে অর্থ ব্যয় হবে, আবার প্রচুর অর্থ ব্যয়েও শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ থাকবে, এই ব্যবস্থা চলতে পারে না। সব বিষয়ে রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করা উচিত নয়। এক শ্রেণির শিক্ষকের গয়ংগচ্ছ মনোভাবও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার এই দুরবস্থার কারণ। অনেক অভিভাবকও সন্তানের পড়াশোনার দিকে তাকান না। সব দোষ শিক্ষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে উদাসীন থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, শিক্ষার সঙ্গে জড়িত পদাধিকারী, সকলকেই শিক্ষার এই চরম দুরবস্থার দায় নিতে হবে।

জন্মদিন

আজকের দিন

এ আর আন্তুলে

১৯২৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এ আর আন্তুলের জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অমৃতা সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট অভিনেতা রাহুল রায়ের জন্মদিন।*

শিবাজী কেবল মারাঠার নয় তিনি সমগ্র জাতির নিষ্কলঙ্ক ছত্রপতি

প্রদীপ মারিক

নারীরাই জাতি গঠনের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তাদের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা করলেই রাজ্যের উন্নতি সমগ্র জাতির উন্নতি। মা জিজা মাতার ওপর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকেই তিনি মহিলাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন। তিনি মহিলাদের ওপর হেনস্থা বা তাঁদের ওপর কোনওরকম হিংসার ঘটনা বরদাস্ত করতেন না। কঠোর হাতে তা দমনের পক্ষপাতী ছিলেন। সেনাদের উদ্দেশে কঠোর নির্দেশ থাকত, একজনও কেউ মহিলার ওপর অত্যাচার করতে পাইবেন না। কোন সৈনিক তার নির্দেশ অমান্য করলে, কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। তিনি ছিলেন আর্মির স্থপতি, শিবাজীর আগে তাঁর বাবা সাধারণ নাগরিক ও কৃষকদের নিয়েই যুদ্ধ করেছেন। যারা শুষ্ক মরশুমে, রাজার জন্য লড়াই করতেন। শিবাজীই প্রথম ডেডিকেটেড আর্মি তৈরি করেন। তাঁদের এ জন্য সারা বছর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মাস গেলে বেতন দেওয়া হত। শিবাজীকে বলা হত পাহাড়ি ইঁদুর। তাঁর কারণ নিজের ভূমির ভূগোলটা তিনি হাতের তালুর মতো চিনতেন। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন গেরিলাযুদ্ধের প্রবক্তাও। তিনি ১৬৭৪ সালের ৬ জুন মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজা 'ছত্রপতি' হিসেবে মুকুট ধারণ করেন। ১৬৭৪ সালের গ্রীষ্মে, শিবাজী নিজেকে একজন স্বাধীন সার্বভৌম হিন্দু মারাঠা রাজা হিসাবে সিংহাসনে বসেন। তার রাজ্যাভিষেক মারাঠা সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে। নিপীড়িত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাকে তাদের নেতা হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি আট মন্ত্রীর মন্ত্রিসভার মাধ্যমে ছয় বছর তার ডোমেইন শাসন করেছিলেন। একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু যিনি নিজেকে তার ধর্মের রক্ষক মানতেন। তিনি তার দুই আত্মীয়কে যাদেরকে জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের হিন্দু সম্প্রদায়ে ফিরিয়ে নেওয়া উচিত বলে আদেশ দিয়ে ঐতিহ্য ভেঙে দিয়েছেন। পানহালার দুর্গে শিবাজিকে আটক করে রেখেছিলেন সিদ্দি জৌহরের সেনারা। তাদের চোখে ধুলো দিতে বারবের শিবা নহভিকে তিনি কাজে লাগান। বারবেরকে দেখতে ছিল শিবাজির মতোই। এ জন্য দুটো পালকির ব্যবস্থা করেছিলেন। একটা পালকির মধ্যে ছিলেন বারবের। সিদ্দির সেনারা তাঁকেই ফলো করেন। অন্য পালকিতে চেপে দুর্গ থেকে পালিয়ে যান শিবাজী। ১৬৫৯ সালে বিজাপুরে শিবাজীকে পরাস্ত করার জন্য ২০,০০০ সৈন্যবাহিনী পাঠান। আফজাল খান শিবাজীকে বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য গভীর পাহাড়ী অঞ্চলে প্রলুব্ধ করেন। আফজল খানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য শিবাজি নিজেই সময় চেয়েছিলেন। আফজল খানের সেনাপতি আদিল শাহ শর্ত আরোপ করেন, শর্ত অনুযায়ী একটি তরোয়াল আর ফুল ছাড়া সঙ্গে কিছু রাখা যাবে না। সেই মতো আয়োজন হয়। কিন্তু শিবাজির আশঙ্কা ছিল, তাঁর ওপর হামলা হতে পারে। যে কারণে, পোশাকের নীচে বর্ম পরেছিলেন। বাঁ-হাতের মধ্যে লুকনো ছিল বাঘনখও। আফজল খানের তরোয়াল তাঁর বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারেনি। উলটো দিকে, আফজল খান বিদ্ধ হয়েছিলেন বাঘনখে। বিচক্ষণ শিরাজী হ্যান্ডপিকড সৈন্যরা অসতর্ক বিজাপুর সেনাবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের পরাস্ত করে। রাতারাতি, শিবাজি বিজাপুর সেনাবাহিনীর ঘোড়া, বন্দুক এবং গোলাবারুদ দখল করে একজন শক্তিশালী যোদ্ধা হয়ে ওঠেন। শিবাজি ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে শিবনেরি পার্বত্য দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন শাহজী ভোঁসলে ও মাতা জীজাবাঈ। শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুরের সুলতানের অধীনে কার্যভার গ্রহণ করায়, শিশুপুত্র শিবাজীসহ জীজাবাঈ দাদাজী কোণ্ডদেব নামে এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে পুনায় থেকে যান। ধর্মপরায়ণ মায়ের প্রভাব শিবাজীর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। মায়ের কাছে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী শুনে শিশুকালেই শিবাজীর মনে বীরত্ব ও দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়েছিল। মায়ের মতো কোণ্ডদেবও শিবাজীর চরিত্র গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিজাপুর সুলতানদের রাজ্যে, তিনি হিন্দুদের উপর মুসলিম নিপীড়ন এবং ধর্মীয় নিপীড়নকে এতটাই অসহনীয় মনে করেছিলেন যে, তাঁর বয়স ষোলো বছর নাগাদ, তিনি নিজেকে দৃঢ়ভাবে নিযুক্ত করেছিলেন যে তিনি নিজেকে নিশ্চিত করেছিলেন। হিন্দু স্বাধীনতার কারণ একটি দৃঢ় প্রত্যয় যা তাকে সারা জীবন ধরে রাখতে হয়েছিল। তার রাজত্বে তিনি বিক্ষোভকারীদের আটক করতে ১৬৫৫ সালের দিকে শুরু করেন বিজাপুর ফাঁড়ি। যারা সুলতানদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতো সেই সব প্রভাবশালী ধর্মবাদীদের আটক করতেও তিনি পিছপা হন নি, এমন ই ছিল তার সাহসী এবং সামরিক দক্ষতা। তিনি ছিলেন দুঃসাহসী এক যোদ্ধা, তার অভিধানে ভয় এর কোন স্থান ছিল না। শিবাজীর ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে শঙ্কিত মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব তার দক্ষিণের ভাইসরয়কে তার বিরুদ্ধে অভিযানের নির্দেশ দেন। শিবাজী ভাইসরয়ের ক্যাম্পের মধ্যেই মধ্যরাতে একটি সাহসী অভিযান চালিয়ে পাল্টা জবাব দেন। ভাইসরয় এক হাতের আঙ্গুল হারান এবং তার ছেলেকে হত্যা করা হয়, যা তাকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে। ঔরঙ্গজেব শিবাজীর উত্থানের ভয় পেয়ে প্রায় একলাখ সৈনিবাহিনী সহ মির্জা রাজা জয় সিংহকে পাঠান। শিবাজী শান্তির প্রস্তাবে রাজি হন। কিন্তু প্রকৃত সম্রাটের নাজির না রেখে ঔরঙ্গজেব সন্ধি চুক্তিতে আসা শিবাজী এবং তার পুত্রকে তাদের জন্মভূমি থেকে কয়েকশ মাইল দূরে আগ্রায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়। শুধু তাই নয় তাদের মৃত্যুদণ্ডেরও আদেশ দেওয়া হয়। নিঃশব্দে, শিবাজি অসুস্থতার ভান করে তপস্যার একটি রূপ হিসাবে, দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য মিষ্টি ভর্তি বিশাল ঝুড়ি পাঠাতে শুরু করেছিলেন। ১৬৬৬ সালে ১৭ই আগস্ট শিবাজী এবং তার ছেলে ফল মিষ্টির ঝুড়িগুলিতে প্রহরীদের অতিক্রম করে পালিয়ে যান, যা সম্ভবত উচ্চ নাটকে ভরা জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর পর্ব। যা ভারতীয় ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করে। শিবাজীর অনুসারীরা তাকে তাদের নেতা হিসাবে স্বাগত জানায়, এবং দুই বছরের মধ্যে তিনি শুধুমাত্র সমস্ত হারানো অঞ্চল ফিরে পাননি বরং তার ডোমেইনকে প্রসারিত করেছিলেন। তিনি মুঘল অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করেছিলেন এবং তাদের সমৃদ্ধ শহরগুলি লুণ্ঠন করেছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন এবং তার প্রজাদের কল্যাণের জন্য সংস্কার প্রবর্তন করেন। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং লেখক টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকওলে শিবাজিকে 'দ্য গ্রেট শিবাজি' বলে অভিহিত করেছিলেন। কথিত আছে যে তিনি থাম্বু চেট্টি স্ট্রিটে কালিকাম্বলের মন্দিরে এসে পূজা দিয়েছিলেন। শিবাজি দেবী ভবানীর একজন উপাসক ছিলেন। শিবাজী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সামান্য এক জায়গিরদারের অবহেলিত পুত্র শিবাজী নিজের প্রতিভাবলে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি শতধা বিভক্ত ও পারস্পরিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব-এ লিপ্ত মারাঠাদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেছিলেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকারের বলেছেন, 'শিবাজী যে শুধুই মারাঠা জাতির স্রষ্টা ছিলেন এমন নয়, তিনি ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান জাতীয় স্রষ্টা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শিবাজী উৎসব কবিতায় বলেছিলেন, 'মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো জয়তু শিবাজি / মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি' তিনি নিজে এবং তার সৈনিকদের শিখিয়েছিলেন, নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলা কাকে বলে। তার নিস্কলঙ্ক রাজ্যশাসনে প্রজাদের কাছে পরিচিত ছাত্রপতি হয়ে ওঠেন।

রাজবংশী সমাজের মানসপুত্র ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা

ডা শামসুল হক

একটা সময় ছিল যখন কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষজন প্রায় অবলুপ্তির পথেই চলে যেতে বসেছিলেন। সেইসময় তাঁদের হয়ে কথা বলার অথবা সংগ্রাম করার মতো কাউকেই তেমনভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায় নি। তাইতো দিনের পর দিন আরও অসহায়তার শিকার হচ্ছিলেন সকলেই। আর তখনই তাঁরা খুঁজছিলেন এমন ই একজনকে যাঁর সহচর্যেই আবার সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগটুকুও তাঁরা পাবেন অতি সহজেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা সেটা। নানান সামাজিক দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের দোলায় তখন দোদুল্যমান ছিল সেই সমাজ। আর সেইভাবেই কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বছর। অবশেষে অনেক অপেক্ষার পর তাঁদের সামনে আর্বিভূত হয়েছিলেন ঠাকুর পঞ্চানন ব্রহ্মার মতো যোগ্য এক নেতা। অথৈ জলে নিমজ্জিত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে উদ্ধারের উদ্দেশ্য নিয়েই ঠাকুর সাহেবে তখন নেমে পড়েছিলেন সেদিনের সেই মহা সংগ্রামে।

তখন খুবই অল্প বয়স ছিল ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার। কিন্তু তবুও মানব সেবার মহান সেই দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নেন তিনি। তাই বলা যেতে পারে ক্ষত্রিয় আন্দোলন শুরু হয় তাঁর ই নেতৃত্বে । গঠিত হয় ক্ষত্রিয় সমিতিও এবং সঙ্গত কারণেই তাই আচমকাই বেড়ে যায় সংগ্রামের সেই ঝাঁঝটাও।

সেইসময় রংপুর জেলা স্কুলে পড়াশোনা করত রাজবংশী সম্প্রদায় সহ অনুন্নত অন্যান্য আরও অনেক সম্প্রদায়ের ছাত্রর- ছাত্রীরাও। তাঁদের জন্য তখন প্রয়োজন হয়েছিল কয়েকটি ছাত্রাবাসেরও। কারণ অনেক দূর দূরান্ত থেকেই সকলে সেখানে আসত উচ্চ শিক্ষারই উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক ভবনের। সুতরাং সেই কাজেই তখন মন দিতে শুরু করলেন ঠাকুর সাহেবে এবং আস্তে আস্তে সফল ও হলেন। স্থাপিত হয়েছিল ক্ষত্রিয় ছাত্রাবাস এবং সেইসঙ্গে একটি ক্ষত্রিয় ব্যাঙ্কও।

ক্ষত্রিয় আন্দোলন সেইসময় এমনই একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে সেই সংবাদ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই সময়ের পত্র পত্রিকাগুলো ঠিকঠাকভাবে সেই সংবাদ পরিবেশন করতে না। তাই প্রয়োজন অনুভব করে তিনি নিজেই একটা কাগজ প্রকাশ করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন।

এক সময় সফলতা পেলেন সেই কাজেও। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকাশ পেল একটা সংবাদপত্র। তার নামটাও রাখা হল ক্ষত্রিয় । সেই কাগজের মাধ্যমেই ক্ষত্রিয় সহ অন্যান্য আরও অনেক নিম্ন বর্গের মানুষের শিক্ষা, পেশা, চাকরি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের গোচরে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং আস্তে আস্তে সুফল মিলেও শুরু হয়েছিল।

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের অনেক নারীও দেখতে শুরু করেছিলেন আশার আলো। কারণ তাঁর উদ্যোগেই উন্নত হতে শুরু করেছিল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রটিও। সেইসঙ্গে পুরুষদের সঙ্গে নারীদের সমান অধিকার এবং স্বাধীনতা নিয়েও সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন।

১৯২১ - ২২ সাল নাগাদ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মেয়েদের ধর্ষণ এবং অপহরণের ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল মারাত্মক ভাবেই। তিনি লড়েছিলেন তার বিরুদ্ধেও। গঠন করেছিলেন নারী রক্ষা উপসমিতি নামক একটা সংগঠনেরও।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষজনদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফেরানোর জন্য ঠাকুর বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন রাজনীতির পথ । আর সেখানেও ষোল আনাই সফল হয়েছিলেন তিনি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার তিনি হন ১৯২০ , ১৯২৩ এবং ১৯২৬ সালে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাও হলেন তিনিই। অতি দায়িত্বের সঙ্গেই সামলেছিলেন রংপুর সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনায় দায়িত্বটাও।

কোচবিহারের জেলার খালিসামারি গ্ামে জন্ম তাঁর ১৮৬৬ সালের ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। কোচবিহার কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর তিনি চলে আসেন কলকাতায়। নেন উচ্চশিক্ষা । তারপর কর্তব্যের টানেই তাঁকে আবারও ফিরে যেতে হয় নিজ ভূমিতেই। সেখানেই নিপীড়িত জনগণের জন্য তিনি যা কিছু করেছেন তার আজ ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেন সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসী তো বটেই , সমস্ত দেশের মানুষই।

এই বৎসর তাঁর একশত আটান্নতম জন্মবার্ষিকী। তাই প্রতি বছরের মতো এবছরও ১৩ই জানুয়ারি দিনটার কথা মনে রেখেই আমরা তাঁকে স্মরণ করতে পেরেছি এবং জানাতে পেরেছি উপযুক্ত সম্মানও।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফর্ম নং ইউআরসি ২

নথিভুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন অনুচ্ছেদ ২১ এর অংশ ১ সংস্থান অধীনে [২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৩৭৪(বি) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অধীনে]

১. এতদ্বারা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৩৬৬ এর উপধারা (২) অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, লামডা ইনফোটেক এলএলপি, একটি লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ কে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ ১ অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্ত করার জন্য আরওসি-কলকাতা সমীপে আবেদন দাখিল করা হবে।

২. কোম্পানির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ : সফটওয়্যার ডিজাইন, উন্নয়ন, ক্রেতার নিকট উপস্থাপন, প্রয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং নির্ধারিত সময়ে ... [illegible]

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরান্ডাম এবং অ্যাসোসিয়েশন অব আর্টিকেলস দেখা যাবে ... [illegible] ঠিকানায়।

৪. এতদ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোনও ব্যক্তি উক্ত আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে লিখিতভাবে রেজিস্ট্রার সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬,৭,৮ সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা : গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড : ১২২০৫০ নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

আবেদনকারী(গণের) নাম
তারিখ : ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ — লামডা ইনফোটেক এলএলপি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank, ইলাহাবাদ ALLAHABAD)
চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চ, ৫৫, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭১
ইমেল আইডি : k746@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৪.১১.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি সোনালি গাইন** (স্বামী শ্রী সুমন্ত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী সুমন্ত ঘোষ পিতা প্রয়াত স্বপন ঘোষ (সহঋণগ্রহীতা) চৌরঙ্গি রোড শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ১২০২,০০৭ টাকা (বারো লাখ দুই হাজার সাত টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের **১৩(৪) ধারা** এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর নিকট বকেয়া **১২,০২,০০৭ টাকা (বারো লাখ দুই হাজার সাত টাকা)** পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ''ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **ফ্ল্যাট নং ২ই, তৃতীয় তলে, ব্লক নং ১৮,** পরিমাণ আনুমানিক ৭৮৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (কার্পেট এরিয়া ৫০৩ বর্গফুট কমবেশি, বসবাসের বিল্ডিং কমপ্লেক্সে নির্মীয়মান) পরিছিত ''ম্যাঙ্গোলিয়া ফ্যান্টাসিয়া ফেট -২'', এবং অবিভক্ত সম্পত্তির অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ এবং যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত চৌহদ্দি : **উত্তরে :** গ্যালারি এবং ফ্ল্যাট নং ২এফ, **দক্ষিণে:** খালি জায়গা, **পূর্বে :** সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং ২ডি, **পশ্চিমে :** খালি জায়গা।

তারিখ : ০২.০২.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, হুগলি, ৯, কে.জি.টি. রোড পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৩৩ ই-মেইল: sbi.64100@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ {রুল-৮(১)} **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া**র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৩** -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **০২.১২.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী উজ্জ্বল কুমার বসু এবং মিসেস অনন্যা চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট ১০১, ১ম ফ্লোর, সৃষ্টি অ্যাপার্টমেন্ট, ৫ কলেজ রোড, নবগ্রাম, হুগলি, পিন-৭১২২৪৬ এবং ফ্ল্যাট নং টি/৫ তৃতীয় ফ্লোর, সোনারতরী, জগদীশ চন্দ্র স্ট্রিট, উত্তরপাড়া- ৭১২২৪৬**-কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৮,৪৯,১৭৬.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ উনচল্লিশ হাজার একশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র) ০২.১২.২০২৩ অনুযায়ী** এবং এবং চূড়ান্ত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সুদ এবং দণ্ডনীয় সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ পূর্বোক্ত পরিমাণের চুক্তির হারে আপনি ভবিষ্যৎ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ।।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৮,৪৯,১৭৬.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ উনচল্লিশ হাজার একশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র) ০২.১২.২০২৩ অনুযায়ী** এবং হালনাগাদ পর্যন্ত চার্জ না করা সুদ এবং আরও সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক খরচ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কোন্নগর শাখা**র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্বত্ব দলিল বন্ধকরাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

আবাসিক ফ্ল্যাট নং টি/৫, **সোনারতরী** নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের উত্তর-পশ্চিম পাশে তৃতীয় ফ্লোরে রয়েছে ৭৯২ বর্গফুট কভার এবং সুপার ৯৫০ বর্গফুট বিল্ট আপ এলাকা , বিল্ডিংটি হুগলি জেলায় অবস্থিত, থানা- উত্তরপাড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস শ্রীরামপুর, মৌজা- খোরদা বহেরা, জেএল নং-৬ নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, আরএস দাগ নং- ২৪২, ২৪২/১০২০, আরএস খতিয়ান নং ২৪৩,১১৪২, এলআর দাগ নং- ২৮৭(পি), এলআর খতিয়ান নং.৮০৯,১১৪২, জমির শ্রেণী-ভিটি ও বাস্তু, জমির পরিমাপ ৫ কাঠা, ১ ছটাক ৩১ বর্গফুট।
চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে: ১২ ফুট চওড়া জগদীশ বোস রোড; **পূর্বে:** ফ্ল্যাট নং টি/৪; **দক্ষিণে:** সিঁড়ি; **পশ্চিমে:** শ্রীমতী মারজানা ঘটক এর বাড়ি দ্বারা। সম্পত্তিটি শ্রী উজ্জ্বল কুমার বসু এবং মিসেস অনন্যা চক্রবর্তীর নামে আছে ২০১৮ সালের ডিড নং ০৬২১০৩৭৫০, ভলিউম নম্বর- ০৬২১-২০১৮ পৃষ্ঠা ১০৯৭৬৯ থেকে ১০৯৭৯১ পর্যন্ত বুক-আই, এডিএসআর-উত্তরপাড়াতে নিবন্ধিত।

বিঃদ্রঃ-দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ০৭.০২.২০২৪, স্থান: উত্তরপাড়া, হুগলী — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank, ইলাহাবাদ ALLAHABAD) — পরিশিষ্ট-৪, (সংযুক্তি III) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ - পিন ৭৪১২৩৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অধীন

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **১১.০৯.২০২৩** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার- শ্রীমতী টুলু দেবনাথ (স্বত্বাধিকারী- মেসার্স দেবনাথ মিল্ক এন্টারপ্রাইজ)**, রায় গেট শ্যামা প্রসাদ পল্লী, পলাশী থানা - বিজপুর, উত্তর ২৪ পরগণা / **শ্রীমতী সত্যানা রঞ্জন দেবনাথ (জামিনদার) এবং শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ (জামিনদার) আমাদের কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখার** সঙ্গে -কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,৮৯,৪৫৫.০৮ টাকা** (কুড়ি লক্ষ উননব্বই হাজার চারশো পঞ্চান্ন টাকা এবং আট পয়সা মাত্র) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার কে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল নিয়েছেন **৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **২০,৮৯,৪৫৫.০৮ টাকা** (কুড়ি লক্ষ উননব্বই হাজার চারশো পঞ্চান্ন টাকা এবং আট পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
''আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. মৌজা- ভালুকা, জেএল নং ১, দাগ নং ২১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৭, আরএস নং ৪৪, সিএস খতিয়ান নং ২৯৭, কৃ খতিয়ান নং ৪৯৭ মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত ৪ কাঠা জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এডিএসআরও - আমডাঙ্গা, স্বত্ব দলিল নং আই/০৭৫৯৫ তারিখ- ২০.১২.২০১১ **শ্রী সঞ্জয় দেবনাথের নামে,** পিতা-সত্যরঞ্জন দেবনাথ, **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে- শ্রীমতী টুলু দেবনাথ এর প্লট, পূর্বে- সঞ্জু বালা দত্তের সম্পত্তি এবং পশ্চিমে- কৃষ্ণ কান্ত বালা দ্বারা।
২. মৌজা- ভালুকা, জেএল নং ১, দাগ নং ২১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৭, আরএস নং ৪৪, সিএস খতিয়ান নং ২৯৭, কৃ খতিয়ান নং ৪৯৭ মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত ৪ কাঠা জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এডিএসআরও - আমডাঙ্গা, স্বত্ব দলিল নং আই/৯২৮ তারিখ- ২০.০২.২০১১ **শ্রীমতী টুলু দেবনাথ -এর নামে,** স্বামী- সত্যরঞ্জন দেবনাথ, **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- পি সরকারের সম্পত্তি, দক্ষিণে- নিকুঞ্জ দেবনাথের সম্পত্তি, পূর্বে - নিকুঞ্জ দেবনাথের সম্পত্তি এবং পশ্চিমে- রবীন্দ্রনাথ বালার সম্পত্তি দ্বারা।
৩. মৌজা- ভালুকা, জেএল নং ১, দাগ নং ২১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৭, আরএস নং ৪৪, সিএস খতিয়ান নং ২৯৭, কৃ খতিয়ান নং ৪৯৭ মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত ৪ কাঠা ১০ ছটাক জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এডিএসআরও- আমডাঙ্গা, স্বত্ব দলিল নং আই/০২৪১৯ তারিখ- ০৮.১২.২০০৮ **শ্রীমতী টুলু দেবনাথ -এর নামে,** স্বামী- সত্যরঞ্জন দেবনাথ, **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে- নিকুঞ্জ দেবনাথের সম্পত্তি, পূর্বে - সঞ্জু বালা দত্তের সম্পত্তি এবং পশ্চিমে- সত্য দেবনাথের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ০৮.০২.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কল্যাণী — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কুয়ো ও ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস করলেন উখড়া পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বৃহস্পতিবার উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় আটটি পাকা কুয়ো ও দুটি ঢালাই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হল। নারকেল ফাটিয়ে কাজগুলির শিলান্যাস করলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মীনা কোলে ও পঞ্চায়েত সদস্য রাজু মুখোপাধ্যায়। তারা জানান, ঢালাই রাস্তা দুটি তৈরি হবে চাচনি ৫-নম্বর ও উখরা মুসলিম পাড়া এলাকায়। রাস্তার দুটির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬- লক্ষ টাকা। এছাড়াও বিভিন্ন সংসদে তৈরি হচ্ছে ৮টি পাকা কুয়ো। প্রতি কুয়ো তৈরির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে দু'লক্ষ ৪০ হাজার টাকা করে। গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকেই এই কাজগুলোর জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানান পঞ্চায়েত প্রধান মিনা কোলে।

SITUATION VACANT

MOTHER TERESA TEACHER TRAINING COLLEGE
Vill. Mahinagar P.O. Azimganj-742122 P.S. Jiaganj Dist. Murshidabad West Bengal, email- mtttcollege@gmail.com, M-9735665585, 9775094105

Application are invited to eligible Candidates along with carry their Curriculum Vita, all Testimonials and 2 copies recent passport photo for the post of Assist Prof. (1) Two foundation, (2) One fine Arts, (3) One commerce, (4) One Life Science for B.ed. Course with matching eligibility according to NCTE Regulation 2017.
And the Post of lecturer of Sub: One Education /Foundation, One English, One Environmental Science, One Science, One fine Arts and One Math.
For D.El.Ed course with matching eligibility according to NCTE Regulation 2017. Contact within 7 days through email or ordinary to the Secretary.

Sd/- Secretary
MOTHER TERESA TEACHER TRAINING COLLEGEE

Diamond Harbour Municipality
Diamond Harbour, 24 Pgs (S), WB:743331
AUCTION NOTICE

ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা ১লা মার্চ ২০২৪ হইতে ৩১ শে মার্চ ২০২৫ সময় কালের জন্য Muktangan Ghat (Hanra to Kholakhali), Panchain Pukur, Ward No.-10, Nayanjoli, Ward No.-07 এর ১ (এক) টি Pay & Use Toilets আগামী ২১/০২/২০২৪ তারিখ বুধবার বেলা ৩ টার সময় লিজ বন্দোবস্তের জন্য প্রকাশ্য নিলাম আহ্বান করা হইবে। বিশদ জানতে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা অফিসে/ website: **www.diamondharbourmunicipality.org** যোগাযোগ করুন।

S/D Chairman,
Diamond Harbour Municipality

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/51/2023 — 31.01.2024

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী সুজিত বিশ্বাস এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) শ্রী সুজিত বিশ্বাস পিতা প্রয়াত সন্তোষ বিশ্বাস, গ্রাম : সারাঘরপাড়া,পো : শান্তিপুর,থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
(সিডি ২) শ্রী সুভাষ দাস, পিতা প্রয়াত ননীগোপাল দাস, গ্রাম : সারাঘরপাড়া, পো : শান্তিপুর,থানা : শান্তিপুর,জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
(সিডি ৩) শ্রীমতি সবস্বতী বিশ্বাস, স্বামী সুজিত বিশ্বাস, গ্রাম : সারাঘরপাড়া, পো : শান্তিপুর,থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/1167/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **৫০,৩৭,১০৮ টাকা (পঞ্চাশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার একশ আট টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১২.৫০** শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **০৮.০৩.২০১১** থেকে সমুদয় শুল্ক **৫৩,০০০ টাকা (তিপান্ন হাজার টাকা)** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৯.০৩.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **৩১.০১.২০২৪**

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মানব কল্যাণ এডুকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN : U80901WB2013PTC195785), রেজিস্টার্ড অফিস ১১সি, রাম মোহন দত্ত রোড, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য''** থেকে **''মহারাষ্ট্র রাজ্যে''** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনালখ ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

মানব কল্যাণ এডুকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
এর পক্ষে
স্বা/-
সতীশ শর্মা
স্থান : কলকাতা — (ডিরেক্টর)
তারিখ : ০৬.০২.২০২৪ — ডিন-০৫৩১৬৩৩০

বেলডাঙ্গা পৌরসভা, মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

বেলডাঙ্গা পৌরসভা নিয়ন্ত্রিত Chilling Plant - এ (পুরাতন ভাগীরথী দুধ মিলে) NH 34 এর পার্শ্বে ১০ টি দোকান ঘর দেওয়া হইবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ আগামী ইং- ১৯.০২.২০২৪ তারিখের মধ্যে আধার কার্ড এবং অন্যান্য যথোপযুক্ত প্রমানপত্র সহযোগে আবেদন পত্র পৌর অফিসে সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা করিবেন।
দূরভাষঃ- ৯৭৪৯৩৯৯২২৫, ৯১৫৩৫৩৪২৭৬

আদেশানুসারে,
বেলডাঙ্গা পৌরকর্তৃপক্ষ

বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(পূর্বতন ভারা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড)
CIN : U72900WB2014PTC199722
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫ যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলকাতা পব ৭০০০০৭ ভারত
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ('কোম্পানি') **চালু সংস্থা** হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্কের আমানত ব্যতীত) ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এবং সিডিউল ১ এর সাব রেগুলেশন (১) এবং রেগুলেশন ৩২(ডি) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ (ইক্যুইটি শেয়ার সহ) অথবা রেগুলেশন ৩২-এর ক্লজ (ই) অনুযায়ী বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান করা হচ্ছে দুই ব্লকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।

ব্লক নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
ক	**কর্পোরেট ডেটর চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত)** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী			
	বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন কোম্পানি চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত) 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'	১,২২,৮২,১৯২.০০ টাকা (এক কোটি বাইশ লাখ বিরাশি হাজার একশ বিরানব্বই টাকা)	১২,২৮,১৯৯.০০ টাকা (বারো লাখ আঠাশ হাজার একশ নিরানব্বই টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)
	কোনও কারণে ই-নিলাম ব্লক-এ অধীনে সফল হলে পরবর্তীতে ই-নিলাম প্রক্রিয়া ব্লক-বি অধীনে স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হবে।			
খ	**সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ডি) অধীনে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' বিক্রি করা হবে			
	ভারা ইনফ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড, CIN U30009WB1999PTC090277-এর শেয়ারসমূহ - ৯৯৩২০টি ইক্যুইটি শেয়ার, প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা	১,২২,৮২,১৯২.০০ টাকা (এক কোটি বাইশ লাখ বিরাশি হাজার একশ বিরানব্বই টাকা)	১২,২৮,১৯৯.০০ টাকা (বারো লাখ আঠাশ হাজার একশ নিরানব্বই টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)

নিলাম প্রক্রিয়ার দ্রষ্টব্য :
১. নিলামের তারিখ এবং সময় ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ ব্লক-এ-এর জন্য : ১০.০৩.২০২৪ বেলা ১১.৩০টা থেকে ১.৩০টা পর্যন্ত এবং ব্লক-বি-এর জন্য ১০.০৩.২০২৪ বেলা ২.৩০টা থেকে বেলা ৪.৩০টা পর্যন্ত।
২. উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ : ২৩.০২.২০২৪
৩. নিলাম প্রক্রিয়াধীন অধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ : ০৬.০৩.২০২৪
৪. ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ০৮.০৩.২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
৫. ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১০.০৩.২০২৪ উল্লিখিত বিস্তারিত মতে

দ্রষ্টব্য : আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের পূর্বে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার তথ্য নথি সম্পর্কে সম্মত হওয়া এবং নিয়ম এবং শর্তাদি অনলাইন ই-নিলামের, ই-নিলাম ডাক ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলী, ডাকদাতা কর্তৃক ঘোষণা ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিতে। **ইওআই নথি পাওয়া যাবে ইমেল cirp.bahula@gmail.com থেকে।**

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : **IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148**
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯.০২.২০২৪ — ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

---

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, দক্ষিনবঙ্গ
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: **sbi.15196@sbi.co.in**
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ঠ-৪ [রুল৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিনবঙ্গ শাখার অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর এক্ট ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **২২.১১.২০২৩** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সংকোচ কুমার ঘোষ,** ১৮৫, পণ্ডিত মতিলাল কলোনি বোস পাড়া, রাজবাড়ি কলোনি, থানা- দমদম, ওয়ার্ড নং ৫, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৮১ - কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত **৬০,১৭,৯২০.০০ টাকা (ষাট লক্ষ সতেরো হাজার নয়শো কুড়ি টাকা মাত্র) ২২.১১.২০২৩** অনুযায়ী বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ কর্পোরেট জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ কর্পোরেট জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে** রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ কর্পোরেট জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **৬০,১৭,৯২০.০০ টাকা (ষাট লক্ষ সতেরো হাজার নয়শো কুড়ি টাকা মাত্র) ২২.১১.২০২৩ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে চার্জ তদুপরি সুদ সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১) সংশ্লিষ্ট সকল সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১০০ বর্গফুট কমবেশি একতলায় চারতলা ভবনে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৫ (পুরানো) অধিক্ষেত্রে, হোল্ডিং নং ১, প্রেমিসেস নং বোস পাড়া, এডিএসআরও-কাশীপুর দমদম, থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,মৌজা : সুলতানপুর, জেএল নং ১০, পরগনা : কলিকাতা, হাল দাগ নং ২৫১৫ (অংশ) ই পি নং ১৮৫ অধীন, এস পি নং ৫২৯, ডাক ঠিকানা : ১৮৫, পণ্ডিত মোতিলাল কলোনি, বোস পাড়া, রাজবাড়ি কলোনি, থানা : দমদম, ওয়ার্ড নং ৫, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮১। **সম্পত্তি সঙ্কোচ কুমার ঘোষ** এর নামে উল্লেখ্য পার্টিশন দলিল নং ১-০৬৪৬০-২০১৩ সালের দান দলিল নং ১৫০১০৭৫৯৬-২০১৭ সালের অনুযায়ী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : গোপাল সাহার ভবন, দক্ষিণে : সাধারণের মন্দির, সড়ক, এবং বিজন কুমার ঘোষের ভবন, পূর্বে : ১৪ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পশ্চিমে : রবীন ভট্টাচার্য এর ভবন এবং সাধারণের চলার পথ।
২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪০০ বর্গফুট তৃতীয়তলে (মার্বেল মেঝে সমন্বিত) কমবেশি চারতলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্থানীয় দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৫ (পুরানো) অধিক্ষেত্র অধীন, হোল্ডিং ১, প্রেমিসেস বোস পাড়া, এডিএসআরও-কাশীপুর দমদম, থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা : সুলতানপুর, জেএল নং -১০, পরগনা : কলিকাতা, হাল দাগ নং ২৫১৫(অংশ) ই পি নং ১৮৫ অধীন, এস পি নং ৫২৯। ডাক ঠিকানা : ১৮৫, পণ্ডিত মোতিলাল কলোনি, বোস পাড়া,রাজবাড়ি কলোনি, থানা : দমদম, ওয়ার্ড নং ৫, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮১। **সম্পত্তি সঙ্কোচ কুমার ঘোষ** এর নামে উল্লেখ্য পার্টিশন দলিল নং : ১-০৬৪৬০-২০১৩ সালের এবং দান দলিল নং ১৫০১০৭৫৯৫ -২০১৭ সালের। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : গোপাল সাহার ভবন, দক্ষিণে : সাধারণ মন্দির, সড়ক এবং বিজন কুমার ঘোষের ভবন, পূর্বে : ১৪ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পশ্চিমে : রবীন ভট্টাচার্য এর ভবন এবং সাধারণ চলার পথ।

বিঃদ্রঃ: দখল বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের কাছে রেজিস্টার্ড স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি, এই ধরনের কোনো পার্টি/পার্টিগুলি এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটি সেই সমস্ত পার্টির পরিষেবার একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

তারিখ: ০৭.০২.২০২৩, — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — এসবিআই এসএআরবি- দক্ষিণ বঙ্গ

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
জোকা শাখা
নং - ২১, জেমস লঙ সরণি, জোকা এবং জেমস লঙ ক্রসিং, ডায়মন্ড পার্কের নিকট, জোকা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০২.১১.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রী পরীক্ষণ ভান্ডারি,** পিতা শ্রী রঘুবীর ভান্ডারি, ৭৭এ ঈশান ঘোষ রোড, পূর্ব বরিশা, বরিশা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **৭,৯০,৩২৯.৬৮ টাকা (সাত লাখ নব্বই হাজার তিনশ উনত্রিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **৭,৯০,৩২৯.৬৮ টাকা (সাত লাখ নব্বই হাজার তিনশ উনত্রিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তপশিল -এ

সংশ্লিষ্ট সকল াংশ জমি এবং ভবন,জমির পরিমাণ ২ কাঠা কমবেশি পিছনের অংশে মোট জমি ৪ কাঠা ৮ ছটাক থেকে সকল সুবিধা এবং অধিকার সমন্বিত ৬ ফুট সকলের ব্যবহারের জন্য চলার পথ পশ্চিম দিকে অবস্থিত মৌজা পূর্ব বড়িশা, থানা : ঠাকুরপুকুর, এডিএসআর-বেহালা, পরগনা : খাসপুর, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ২৩৬, ২৩৭, আরএস নং ৪৩, সিএস খতিয়ান নং ১৪৫, আরএস খতিয়ান নং ২১৬৬, দাগ নং ৮০৪, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন ওয়ার্ড নং ১২৩, প্রেমিসেস নং ১৯/২ ঈশান ঘোষ রোড এবং কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৭, ঈশান ঘোষ রোড, ঠাকুরপুকুর,কলকাতা : ৭০০০০৮। সম্পত্তি শ্রী পরীক্ষণ ভান্ডারির নামে এবং চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ — দক্ষিণে : সুধা হালদারের জমি এবং দাগ নং ৮০২
পূর্বে : পরেশ চক্রবর্তীর জমি — পশ্চিমে : শ্রীমতি পুষ্পাঞ্জলি চক্রবর্তীর জমি সমন্বিত।

স্থান: জোকা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ০৭.০২.২০২৪ — দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
জগাছা শাখা
আশীর্বাদ, মহিয়ারী রোড, দর্শা বিবেক ভিল, জি.আই.পি কলোনি, জগাছা, হাওড়া, পঃবঃ ৭১১১১২
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১১.১০.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স জ্যোর্তিময়ী কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা),** রামরাজাতলা স্টেশন রোড, সাঁত্রাগাছি, জগাছা, হাওড়া - ৭১১১০৪ **(২) শ্রী গোবিন্দ সানা (অংশীদার)** ষষ্ঠীতলা কোনা রোড, হাওড়া কর্পোরেশন, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া - ৭১১১০৪ **(৩) শ্রী রবীন্দ্র নাথ সানা (অংশীদার)** সাঁত্রাগাছি, ষষ্ঠীতলা জগাছা হাওড়া - ৭১১১০৪ **(৪) শ্রী জহরলাল সানা (অংশীদার)** রামরাজাতলা স্টেশন রোড, সাঁত্রাগাছি, জগাছা, হাওড়া - ৭১১১০৪ -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **২৪,৪৮,৬৯৮.৩২ টাকা (চব্বিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার ছশো আটানব্বই টাকা এবং বত্রিশ পয়সা)** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **২৪,৪৮,৬৯৮.৩২ টাকা (চব্বিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার ছশো আটানব্বই টাকা এবং বত্রিশ পয়সা)** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পাঁচ দোকান ঘর পরিমাণ আনুমানিক ৫১২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ (কমবেশি) একতলায় ''সতীশ ভবন'' নামে নবনির্মিত ভবনে আরএস প্লট নং ১১৮০ (এলআর প্লট নং ১৫১৭), আরএস খতিয়ান নং ৫৬৬ (এলআর খতিয়ান নং ৮৪৭/১, ২৭৪০/১, ৫৪০৮) মৌজা : সাঁতরাগাছি,থানা : জগাছা, জেলা : হাওড়া। ফ্ল্যাটের যৌথ স্বত্বাধিকারীগণের নাম **শ্রী গোবিন্দ সানা, শ্রী রবীন্দ্র নাথ সানা এবং শ্রী জহর লাল সানা,** চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ১ (অক্ষয় মন্ডল) — পূর্বে : নিমাই রায়ের ভবন,
দক্ষিণে : রামরাজাতলা স্টেশন রোড — পশ্চিমে : বৈদ্যনাথ ঘোষের ভবন সমন্বিত।

স্থান: জগাছা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ০৩.০২.২০২৪ — দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank, ইলাহাবাদ ALLAHABAD)
পুরুলিয়া শাখা
নর্থ লেক রোড, আইটি পার্কের নিকট, সাহেব বাঁধ পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩ ১০১
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ই-এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
''ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।''

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম (সম্পত্তির মালিক)	দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল অংশ সমন্বিত)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (পরিমাণ টাকা)
১.	**ক) পুরুলিয়া শাখা** **খ) শ্রীমতি পলি আচার্য এবং শ্রী কৌশিক আচার্য** **গ) শ্রীমতি পলি আচার্য** স্বামী কৌশিক আচার্য এবং **শ্রী কৌশিক আচার্য** পিতা মদন আচার্য	ফ্ল্যাট নং জি, ৪র্থতলে, ওয়ার্ড নং ০৬, পুরুলিয়া পুরসভা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৯৬ বর্গফুট, দুই বেড রুম, এক লিভিং রুম, দুই টয়লেট, এক কিচেন এবং ব্যালকনি, কার পার্কিং স্পেস ব্যতীত। রেজিস্ট্রিকৃত শ্রী কৌশিক আচার্য এবং শ্রীমতি পলি আচার্য এর নামে উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৪০২০০২০৯-২০২১ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৪০২-১৪২১, পৃষ্ঠা ৪২৩৮ থেকে ৪২৭৮।	**ক) ৩০.১১.২০২৩** **খ) ০৩.০২.২০২৪** **গ) ১৩,৭৫,৬৭০.০০ টাকা** (তেরো লাখ পঁচাত্তর হাজার ছশো সত্তর টাকা) ০১.১২.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ সহ

নথির বিস্তারিত	খতিয়ান নং	জেএল নং	প্লট নং	জমির শ্রেণি	ফ্ল্যাটের এরিয়া
বিক্রয় দলিল নং ১৪০২০০২০৯ তারিখ ১৯.০১.২০২১	আরএস খতিয়ান নং ৫৭৮	১৯১/৩	আরএস প্লট নং ৬৮৫	ফ্ল্যাট নং জি, ৪র্থ তলে ''শ্রীগুরু অ্যাপার্টমেন্ট'' রেসিডেন্সিয়াল	সুপার বিল্ট আপ এরিয়া : ৭৯৬ বর্গফুট

চৌহদ্দি : উত্তরে : আমদিহা রোড, দক্ষিণে : আরএস প্লট নং : ৬৮৬, ৬৮৭ এবং নিকাশি; পূর্বে : আরএস প্লট নং ৬৮৭, ফটিক মন্ডল এবং অশোক কুন্ডুর ভবন, পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ০৩.০২.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : পুরুলিয়া — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank, ইলাহাবাদ ALLAHABAD)
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিরট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**অ্যাকাউন্ট :** শুক্লা চক্রবর্তী সরকার এবং আশিস সরকার **ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি শুক্লা চক্রবর্তী সরকার, স্বামী আশিস সরকার ২ নং কাপাসডাঙ্গা, ডব্লুবিএসইবি সাব স্টেশনের বিপরীতে, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পব : ৭১২১০৩ শ্রী আশিস সরকার, পিতা শ্যামল সরকার, ২ নং কাপাসডাঙ্গা, ডব্লুবিএসইবি সাব স্টেশনের বিপরীতে, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পব : ৭১২১০৩, **শাখা :** ব্যান্ডেল বাজার	০৬.১১.২০২৩ এবং ০৭.০২.২০২৪	**৫০৩৯১৩ টাকা** (পাঁচ লাখ তিন হাজার নশো তেরো টাকা) টাকা ০৬.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং ০৭.১১.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থ তলে, জি-৩ নির্মাণ পরিমাণ ১১৫০ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা : কাপাসডাঙ্গা, জেএল নং ১০, হোল্ডিং নং ১৭১০ (নতুন) মহল্লা-আলিপুর, ওয়ার্ড নং : ৮, আরএস দাগ নং ২০৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৩৬, হাল এলআর খতিয়ান নং৩৯১৭, এলআর দাগ নং ৫০৬, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভা অধীন, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ২৯৩৫-২০১১তারিখ : ০৪.০৫.২০১১ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৯, পৃষ্ঠা ১৯১৯ থেকে ১৯৩৩ , ডিএসআর ১, হুগলি, শুক্লা চক্রবর্তী সরকারের নামে।
২.	**অ্যাকাউন্ট :** বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং সুস্মিতা ঘোষ, **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ পিতা গঙ্গাচরণ ঘোষ, ফ্ল্যাট নং ডি৪, ফেজ-১, শুভ গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা হুগলি, পব -৭১২২৪৮। শ্রীমতি সুস্মিতা ঘোষ স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ ফ্ল্যাট নং ডি৪, ফেজ-১, শুভ গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট, পো র নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা হুগলি , পব -৭১২২৪৮ **শাখা :** কোন্নগর	১৭.১১.২০২৩ এবং ০৭.০২.২০২৪	**২০০২৯২০ টাকা** (কুড়ি লাখ দুই হাজার নশো কুড়ি টাকা) টাকা ১৭.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১৮.১১.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮৪৮ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্টআপ এরিয়া) ফ্ল্যাট নং ডি৪, ৫মতল, ''শুভ গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট'' নামে ভবনে অবস্থিত মৌজা : খরদা বহেরা, জেএল নং ৬, আরএস দাগ নং ২১৬, আরএস খতিয়ান নং ২৭, এলআর দাগ নং ৮৮০, এলআর খতিয়ান নং ১৮৯৫ ,হোল্ডিং নং ১৩ শরৎ চ্যাটার্জি রোড, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-২ হুগলি, উল্লেখ্য নং ১৪৯৫-২০১৮ তারিখ ২৯.০৬.২০১৮, বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৩১২৫৪ থেকে ৩১২৯৩, বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং সুস্মিতা ঘোষ এর নামে।
৩.	**অ্যাকাউন্ট :** প্রিয় দাস এবং অমিত শর্মা, **ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি প্রিয়া দাস স্বামী অমিত শর্মা, ১২ নং শ্যামাপ্রসাদ রোড, নবগ্রাম, মালঞ্চ, জেলা : হুগলি, পব : ৭১২২৪৬ শ্রী অমিত শর্মা পিতা শ্রী যুগল কিশোর শর্মা ১২ নং শ্যামাপ্রসাদ রোড, নবগ্রাম, মালঞ্চ, জেলা : হুগলি, পব : ৭১২২৪৬ **শাখা :** কোন্নগর	১৭.১১.২০২৩ এবং ০৭.০২.২০২৪	**১৭২৪৩৪৭ টাকা** (সতের লাখ চব্বিশ হাজার তিনশ সাতচল্লিশ টাকা) টাকা ১৭.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১৮.১১.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৯৭০ বর্গ ফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ফ্ল্যাট নং এ, ৫ম তল, ''সানরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট'' নামক ভবনে,অবস্থিত মৌজা : খরদা বহেরা, জেএল নং ৬, সিএস খতিয়ান নং ১২৩, আরএস দাগ নং ৩১৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৯৩, এলআর দাগ নং ৯৬৮, এলআর খতিয়ান ২৮১৮, অধীন ১২, স্টেশন রোড, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৩৯৫-২০১৯ সালের, তারিখ : ০১.০২.২০১৯, বুক নং ১, পৃষ্ঠা ১৫৬০৪ থেকে ১৫৬৪৪, প্রিয়া দাস এবং অমিত শর্মার নামে।

তারিখ : ০৯.০২.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

কৃষি সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়দিঘি: আবারও দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘির একটি কৃষি সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে। ধান কেনায় ৫৫ কোটির ভুয়ো লেনদেন। রেশন-দুর্নীতির আঁচ। অর্থ সঙ্কট চলতে থাকায় জমানো টাকা তুলতে গিয়ে ফিরতে হচ্ছে গ্রাহকদের। বন্ধ হয়েছে কৃষিঋণ। ইতিমধ্যেই তৃণমূল পরিচালিত কৃষি সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।

রায়দিঘি বিধানসভার নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতেক কৈলাসপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড। এই সমবায় সমিতিতে সবমিলিয়ে গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। গত তিন বছরের বেশি সময় ধরে এই সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ তুলেছে গ্রাহক ও সদস্যরা। সম্প্রতি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের অডিট রিপোর্ট আসার পর দুর্নীতি প্রকাশ্যে চলে আসে। সেই রিপোর্ট থেকে জানা যায় ওই অর্থবর্ষে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা লোকসান করেছে সমিতি। পাশাপাশি এই সমিতির নাম ও প্যানকার্ড ব্যবহার করে প্রায় ধান কেনাবেচা বাবদ প্রায় ৫৫ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। সম্প্রতি আয়কর দপ্তর থেকে এই লেনদেনের ওপর ৫ কোটি কর মেটানোর চিঠি আসে সমিতিতে। তখনই বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে আসে। গ্রাহকদের অভিযোগ, ৫৫ কোটি টাকা ধান কেনাবেচার দুর্নীতিতে যুক্ত। সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে রেশন দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পর ধান কেনাতে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি প্রকাশ্যে চলে আসে। এই লেনদেনেও রেশন দুর্নীতি জড়িয়ে বলে মত গ্রাহকদের। অন্যদিকে জমানো টাকা তুলতে গিয়েও পুরো টাকা পাচ্ছেন না গ্রাহকরা। বন্ধ কৃষি ঋণও। এমনকী মহিলা স্বনির্ভর দলের জন্য রাজ্য সরকারের বরাদ্দ অর্থও নয়ছয় হয়েছে বলে অভিযোগ। এই দুর্নীতিতে তৃণমূল পরিচালিত সমবায় পরিচালন সমিতি জড়িত বলে সরাসরি অভিযোগ গ্রাহকদের। ইতিমধ্যে রায়দিঘি থানা, জেলা সমবায় আধিকারিকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন গ্রাহকরা। এই সমবায় সমিতির সম্পাদক রথীন মান্নাকে একাধিকবার ফোন করলেও ধরেননি। সমিতির সভাপতি বিপুল মণ্ডল বাড়ি ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী প্রভাতী মণ্ডল জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী বাড়ি নেই। সমবায়ের বিষয়ে তিনি

কিছুই জানেন না। এই সমবায় সমিতির ম্যানেজার অনুপ গিরি ফোনে জানান, 'ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের মধ্যে আমার কোনও বক্তব্য নেই।'

এই দুর্নীতির ঘটনায় সরাসরি তৃণমূলকে দায়ী করেছে বিজেপি। বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক বিপ্লব নায়েক বলেন, 'এই সমবায় তৃণমূল পরিচালিত। ধান কেনায় কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। রেশন দুর্নীতির সঙ্গে এই ঘটনার যোগ আছে। এই দুর্নীতির তদন্ত ইডিকে দিয়ে করা উচিত।' বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি জয়দেব হালদার। জয়দেব জানান, 'ওই সমবায় দীর্ঘদিন স্পেশ্যাল অফিসার দিয়ে চালানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তৃণমূলের পরিচালন সমিতির বিষয় নেই। তদন্ত চলছে। দোষী প্রমাণিত হলে সাজা পাবে।'

গাছ কেটে পাচার করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মথুরাপুর: পঞ্চায়েতকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে বেআইনি ভাবে খালপাড় লাগোয়া একের পর এক গাছ কেটে পাচার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পরে কাঠের গুঁড়ি ভর্তি ইঞ্জিন ভ্যান হাতেহাতে পাকড়াও করেন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েতের তরফে মথুরাপুর থানা, বন দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে। শাসক দলের স্থানীয় নেতৃত্বের মদতেই অবৈধভাবে গাছ কেটে পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভাগীয় বনাধিকারিক মিলনকান্তি মণ্ডল জানিয়েছেন, বিষয়টি নজরে এসেছে। তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপি পরিচালিত। কিছুদিন ধরেই ওই এলাকায় কৃষি ও সেচ দপ্তরের উদ্যোগে খাল সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। স্থানীয় নারায়ণীপুর এলাকাতেও সেই কাজ চলছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা লক্ষ্য করেন খাল সংস্কারের নামে হঠাত করেই দেদার গাছ কেটে পাচার করা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার সরাসরি এক তৃণমূল নেতা যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। খবর জানতে পেরে পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা কাঠ বোঝাই একটি ইঞ্জিন ভ্যানকে পাকড়াও করে। এখনও পর্যন্ত ভ্যান সহ গাছের গুঁড়ি পঞ্চায়েতের সামনেই পড়ে রয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনুপ কুমার মিস্ত্রি বলেন, 'স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মদতেই এইসব অসামাজিক কাজ চলছিল। কাঠ সহ ইঞ্জিন ভ্যান আমরা ধরে ফেলেছি। বন দপ্তর ও পুলিশকে জানিয়েছি। এবার তারাই যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে।'

রায়দিঘির তৃণমূল বিধায়ক ডা. আলোক জলদাতা বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমার কাছে স্পষ্ট কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। পরে খবর নিয়ে দেখব।'

সূর্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড
CIN : L65921WB1980PLC033204
রেজি অফিস : ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা পব ৭০০০০১ ভারত
ইমেল : slj2200@gmail.com, http://suryaindustrialdevelopments.in.net/
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত

(লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসে, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসে ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	-	-	৭.৯৩
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) তিন মাস (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৯.৪১	(০.০২)	৬.২৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) তিন মাস কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৯.৪১	(০.০২)	৬.২৪
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৯.৪১	(০.০২)	৪.৬২
৫	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	৯.৪১	(০.০২)	৪.৬২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)			
	মূল :	৪.৭১	(০.০১)	২.৩১
	মিশ্র :	৪.৭১	(০.০১)	২.৩১

দ্রষ্টব্য :
ক) উক্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট http://suryaindustrialdevelopments.in.net/ থেকে পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডর পক্ষে
সত্য নারায়ণ সুরেকা
(ডিন - ০০৫৬৭১৩৯)
ডিরেক্টর

তারিখ : ০৮.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড
CIN: L65921WB1989PLC047091
রেজিঃ অফিস : টোডি ম্যানসন, ১০ম তল, ১ লু সাং সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন নং- ০৩৩-২২৩৭৭২০১/৭২০২
ইমেল আইডি- npr1@nprfinance.com, ওয়েবসাইট- www.nprfinance.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ (₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৬৮.৩৩	৪৩৪.৩৪	৪২৩.৪১	৮৭০.৩৫	৯৩৩.৪৫	১২৭৭.৪২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে#)	১.৯১	১০৫.১১	(২০৩.৪১)	১১৫.০৭	(২৮৯.৮৯)	(২৯৪.৭০)
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	১.৯১	১০৫.১১	(২৪০.৬৬)	১১৫.০৭	(৩২৭.১৪)	(৩৩১.৯৫)
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী(ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	০.৭১	৮৯.৮১	(২২৯.৫৫)	৯৪.৯৯	(২৩৩.৫৬)	(২৪১.৬৮)
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	০.১৭	৮৯.৮১	(২২৯.৫৫)	৯৪.৯৯	(২৩৩.৫৬)	(৩৭৩.০৬)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	৪৪৭৮.৩০	৪৪৭৮.৪৭	৪৫২২.৮২	৪৪৭৮.৩০	৪৫২২.৮২	৪৩৮৩.৩২
৮	শেয়ার প্রতি আয় (₹ ১০/- প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) –						
	(ক) মৌলিক :	(০.০০)	১.৫০	(৩.৮৩)	১.৫৯	(৩.৯০)	(৪.০৩)
	(খ) মিশ্রিত :	(০.০০)	১.৫০	(৩.৮৩)	১.৫৯	(৩.৯০)	(৪.০৩)

দ্রষ্টব্য ঃ
(১) ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা তাদের সভায় পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
(২) চলতি সময়কালের উপস্থাপনাকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে পুনর্শ্রেণিফুক্ত/পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।
(৩) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপররেটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (http://www.bseindia.com) -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.nprfinance.com) -এ।
(৪) বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।
(৫) সংস্থাটি অক্টোবর, ২০২২ মাসে মহারাষ্ট্র রাজ্যের ধুলে এবং সাঙ্গলিতে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট জমির সাথে উইন্ড টারবাইনগুলি নিষ্পত্তি করেছে, যার ফলে ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির অধীনে প্রদর্শিত নিট ক্ষতি হয়েছে ₹ ৩৭.২৫ লক্ষ।

পর্ষদের আদেশানুসারে
এনপিআর ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে
সারিকা মেহরা
হোলটাইম ডিরেক্টর
DIN: 06935192

তারিখ: ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
স্থান: কলকাতা

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা, কোড নং ১৫৭৪৫ জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা- ৭০০০৫৪

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

এ/সি নং- ৩৬৫৩৬৫১৭৮৫৩(সিসি), এ/সি নং- ৩৯৩৮৮৩৫২০২২ (জিইসিএল), এ/সি নং- ৪০২৩২৩৭২৪৭৭ (ডব্লিইসিটিএল), ৪০২৩২৩৫৩৩৭৪ (এফআইটিএল)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৩** -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **১৮.১০.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স ব্লু এঞ্জেল লেডিস বিউটি স্পা। স্বত্বাধিকারী- সুষমা ছেত্রী, স্বামী- দীপক ছেত্রী, ব্যবসা- (বিএল-এ/শপ-৩), ৮, বাচস্পতি পাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০৭৬ এবং বাসস্থান- ২ ডিজি অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণ নওদা পাড়া, নওদা পাড়া বাজার, আড়িয়াদহ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ০৫৭** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৩,৫০,০৬৭.০০ টাকা (তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতষট্টি টাকা মাত্র)** ১৭.১০.২০২৩ অনুযায়ী সুদ সহ, বর্তমান তারিখ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৩,৫০,০৬৭.০০ টাকা (তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতষট্টি টাকা মাত্র)** বর্তমান তারিখ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জ, উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. দ্বিতীয় তলায় ৪০৭ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের একটি স্বয়ং সম্বলিত সিমেন্টের মেঝে যুক্ত ২৫ বছরের পুরানো আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল যার আছে ০১ বেড রুম, ০১ রান্নাঘর, ০১ ডাইনিং রুম, ০১ টয়লেট, অতঃপর উক্ত বিল্ডিংটি 'ফ্ল্যাট' নামে অভিহিত করা হয়েছে, যার মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৮৩১, দক্ষিণ নওদাপাড়া রোড, পোস্ট- আড়িয়াদহ, থানা- বেলঘোরিয়া, কলকাতা- ৭০০ ০৫৭-এ অবস্থিত, ৮ নং ওয়ার্ড, মৌজা- আড়িয়াদহ কামারহাটি, জে. এল. নং ১, তৌজি- নং ১৭৩, আর.এস. নং ১২ খতিয়ান নং ৮২০, দাগ নং ৩৫৩৪(পি), ৩৫৩৫, কামারহাটি পৌরসভার এখতিয়ারের মধ্যে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা আরও সম্পূর্ণভাবে এবং বিশেষভাবে দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত আছে, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং উল্লিখিত বিল্ডিংটি আরও সম্পূর্ণ এবং বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে দ্বিতীয় তফসিলে সেইসঙ্গে প্যাসেজের উপর সাধারণ অধিকার, আমিন প্রবেশদ্বার, ড্রেন লাইন ফিল্টার করা জলের লাইন, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের পাম্প রুম বিক্রেতা এবং অন্যান্য ক্রেতার সাথে মিলিত, একসাথে মূল কাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের জন্য অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা সহ। উক্ত বিল্ডিংটির দলিল নং আই-৪১০৩/২০১৪। অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার কাসিপুর দমদম।

উল্লেখিত দ্বিতীয় তফসিল নিম্নরূপ:
পাঁচতলা ইটের তৈরি মেস্যুজ টেনিমেন্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা সহ প্রেমিসেস এর সকল। সেখানে ত্যক্ত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের সঙ্গে যেখানে আছে বা তার একটি অংশ যেখানে এটি স্থাপন করা হয়েছে এবং একটি ভবনের আকারে নির্মিত হয়েছে প্রায় ১ বিঘা ৬ কাঠা ৩ ছটাক ৩৯ বর্গফুটের মধ্যে প্রায় ১৭ কাঠা এলাকা সমন্বিত এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৮৩১, দক্ষিণ নওদাপাড়া রোড, পোস্ট আড়িয়াদহ, থানা- বেলঘোরিয়া, কলকাতা- ৭০০ ০৫৭-এ অবস্থিত, ওয়ার্ড নং ৮, মৌজা-আড়িয়াদহ কামারহাটি, জে.এল. নং ১, তৌজি- নং ১৭৩, আর.এস. ১২ নং খতিয়ান নং ৮২০, দাগ নং ৩৫৩৪(পি), ৩৫৩৫, ৩৫৩৬(পি), কামারহাটি পৌরসভার এখতিয়ার এর মধ্যে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার কাসিপুর দমদম। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে- মিউনিসিপ্যাল রোড, পূর্বে- মিউনিসিপাল রোড, পশ্চিম- শ্রী এ. ঘোষালের জমি দ্বারা। **সম্পত্তিটি সুষমা ছেত্রীর নামে আছে।**

দ্রষ্টব্য: দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ০৮.০২.২০২৪
স্থান: নওদাপাড়া, কলকাতা-৫৭
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএমইসি বিধাননগর

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ভি এস টেক্সটাইলস এবং ফিনান্স প্রা. লি.
রেজিস্টার্ড অফিস **২৭৭, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫০৫, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১২**
সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **৩০.১২.২০২৩ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
ভি এস টেক্সটাইলস এবং ফিনান্স প্রা. লি. এর পক্ষে
২৭৭, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল
রুম নং ৫০৫, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১২
বিকাশ কেজরিওয়াল
ডিরেক্টর
ডিন-০০০৮৯১৯২

তারিখ : ০৯.০২.২০২৪
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN : L67120WB1981PLC033907
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন নং : + ৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, **ই-মেল আইডি :** armchairinvestments@yahoo.in **ওয়েবসাইট :** armchairinvestments.co.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন

(টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ অনিরীক্ষিত
১	মোট আয়	২,৬০,০২০	৩৭,৩৭,৪৭৩	২,৯৩,১৮০	৪৩,২৯,২৪৯	১৫,৩৬,৪৭৫	৬৯,৮২,৭৯৯
২	মোট ব্যয়	১৪,৫৯,১০২	১২,৯১,৬১১	১১,৭৬,২৭৬	৬৭,২৩,৫৮১	৪৫,২৯,৪৭৩	৬০,২৫,৪১৮
৩	লাভ/(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব	(১১,৯৯,০৮২)	২৪,৪৫,৮৬২	(৮,৮৩,০৯৬)	(২৩,৯৪,৩৩২)	(২৯,৯২,৯৯৮)	৯,৫৭,৩৮১
৪	লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব	(১১,৯৯,০৮২)	২৪,৪৫,৮৬২	(৮,৮৩,০৯৬)	(২৩,৯৪,৩৩২)	(২৯,৯২,৯৯৮)	৯,৫৭,৩৮১
৫	মোট লাভ/(ক্ষতি) সংবদ্ধ আয় পরবর্তী (কর পরবর্তী)	(১১,৯৯,৫৮১)	২৪,৩৫,২৬২	(৮,৮২,৬৭১)	(২৪,০৫,৪৩১)	(৩০,৮৭,৭১৫)	৮,৬২,৬৬৪
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (টাকা)						
	ক) মূল	(২.৫০)	৫.০৭	(১.৮৪)	(৫.০১)	(৬.৪৩)	১.৮০
	খ) মিশ্র	(২.৫০)	৫.০৭	(১.৮৪)	(৫.০১)	(৬.৪৩)	১.৮০

দ্রষ্টব্য :
৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে সিএসই'এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.armchairinvestments.co.in থেকে।

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০০৮৯৪০৬১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০২.২০২৪

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN : L65993WB1983PLC035729
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন নং : + ৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, **ই-মেল আইডি :** kineticinvestments@yahoo.in **ওয়েবসাইট :** www.kineticinvestments.co.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন

(টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	১,৫৩,৩৪২	৮,৬২,৭৬৩	২,৮২,১৭১	১৩,৮২,১৭৬	১৫,৭৭,৪৩৯	৮০,২৮,৯৯৩
২	মোট ব্যয়	১৪,৩২,২৫৭	১০,৯৩,৭৩৪	১৮,২১,৩২০	৬৭,৫৯,৩৭৩	৫১,৪৮,৫৭৬	৬৯,৭৯,১৭১
৩	লাভ/(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব	(১২,৭৮,৯১৫)	(২,৩০,৯৭১)	(১৫,৩৯,১৪৯)	(৫৩,৭৭,১৯৭)	(৩৫,৭১,১৩৭)	১০,৪৯,৮২২
৪	লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব	(১২,৭৮,৯১৫)	(২,৩০,৯৭১)	(১৫,৩৯,১৪৯)	(৫৩,৭৭,১৯৭)	(৩৫,৭১,১৩৭)	১০,৪৯,৮২২
৫	মোট লাভ/(ক্ষতি) সংবদ্ধ আয় পরবর্তী (কর পরবর্তী)	(১২,৭৯,৪১৮)	(২,৪১,৫৭১)	(১৫,৩৮,৭২৭)	(৫৩,৮৮,৩০০)	(৩৫,৭০,৬৪০)	১০,৫০,৩১৯
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (টাকা)						
	ক) মূল	(২.৬৭)	(০.৫০)	(৩.২১)	(১১.২৩)	(৭.৪৪)	২.১৯
	খ) মিশ্র	(২.৬৭)	(০.৫০)	(৩.২১)	(১১.২৩)	(৭.৪৪)	২.১৯

দ্রষ্টব্য :
৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে সিএসই'এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kineticinvestments.co.in থেকে।

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
সমীর কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিন - ০০৮৮৭৪৭৩)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০২.২০২৪

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	১. **শ্রী সঞ্জয় লোহারকা** পিতা লক্ষ্মণলাল লোহারকা ২. **লক্ষ্মণ লাল লোহারকা (জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত ঝাবরমল লোহারকা ৩. **বিমলা লোহারকা (জামিনদাতা)** স্বামী লক্ষ্মণ লাল হোলারকা, বি বি রোড, আসানসোল, পো : আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান,পিন : ৭১৩৩০১। **আসানসোল শাখা**	ক) ৩১.১০.২০২৩ খ) ০২.০২.২০২৪ গ) **৩০,০১,০০৬.৪৪ টাকা** (তিরিশ লাখ এক হাজার ছয় টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি ১. লক্ষ্মণ লাল লোহারকা,** পিতা প্রয়াত ঝাবরমল লোহারকা, **২. বিমলা লোহারকা,** স্বামী লক্ষ্মণ লালা, **৩. শ্রী সঞ্জয় লোহারকা,** পিতা লক্ষ্মণ লাল লোহারকা এর নামে সকলের ঠিকানা : বি বি রোড, আসানাসেল, পো : আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩০১। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) : বিক্রয় দলিল নং ১-৪৩৪৪-২০১১, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৫৮৫৪, আরএস খতিয়ান নং ৬৫২, সিএস খতিয়ান নং ২৩১, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : রমারানি গড়াই এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : এস বি গড়াই রোড, পূর্বে : উমা রানি চৌধুরীর সম্পত্তি, পশ্চিমে : নিকাশি এবং শ্রী গড়াইয়ের সম্পত্তি।
২.	১. **সুলোচনা সিং (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী প্রয়াত বিনোদ সিং ২. **চন্দন সিং (সহ ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত বিনোদ সিং, মাঠ পুকুর, জি টি রোড, হিন্দি হাই স্কুলের নিকট, থানা : কাঁকসা, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পানাগড়, পিন : ৭১৩১৪৮, **পানাগড় শাখা**	ক) ০১.১১.২০২৩ খ) ০৭.০২.২০২৪ গ) **১৫,৯৫,১০৭.৩০ টাকা** (পনের লাখ পঁচানব্বই হাজার একশ সাত টাকা এবং তিরিশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রীমতি সুলোচনা সিং** স্বামী প্রয়াত বিনোদ সিং এর নামে ঠিকানা : মাঠ পুকুর, জি টি রোড, হিন্দি হাই স্কুলের নিকট, থানা : কাঁকসা, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পানাগড়, পিন : ৭১৩১৪৮। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) : দলিল নং ১১৭৬/২০১৫, মৌজা : দেবীপুর, জেএল নং ৮৭, এলআর প্লট নং ১০৮২/১১১০, এলআর খতিয়ান নং ১১৮১৪, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৪৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মধু পান্ডে, দক্ষিণে : সঞ্জয় কুমার শাউ, পূর্বে : সুলোচনা সিং এভং সত্য শর্মা, পশ্চিমে : ০৬ ফুট কাঁচা সড়ক সমন্বিত।
৩.	১. **মেসার্স এস বি পাবলিকেশন, স্বত্বাধিকারী : শ্রী আসরফ শেখ** ২. **শ্রী আসরফ শেখ** পিতা হায়াত শেখ ৩. **শ্রীমতি সারিকা বিবি, (জামিনদাতা-এস বি পাবলিকেশন এ/সি নং ৪০০৫৫৬৯৭৩৩, মঞ্জুরিকৃত পরিমাণ ০৫ লাখ টাকা)** স্বামী আসরফ শেখ, পিতা আলিমুদ্দিন শেখ, ঠিকানা : গাকুন্ডা,পো : গজধরপাড়া, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০২। ৪. **শ্রী এরাবুল হক (জামিনদাতা-সেন্ট মর্টগেজ লোন- ৪০২৪৭৩১৩৩২, মঞ্জুরিকৃত পরিমাণ : ১৫ লাখ টাকা)** পিতা এমাম বক্স, লালনগর, নওপাড়া, সিমুলিয়া, হরিহরপাড়া, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পব, পিন : ৭৪২১৩৪ **বহরমপুর শাখা**	ক) ২০.০৯.২০২৩ খ) ০২.০২.২০২৪ গ) **১৫,৬৮,২৫৬.৭০ টাকা** (পনের লাখ আটষট্টি হাজার দুশো ছাপান্ন টাকা এবং সত্তর পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রী আসফ শেখ,** পিতা হায়াত শেখ এর নামে, গোকুন্ডা, পো : গজধরপাড়া,থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০২। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন(বসবাসের ভবন) : মৌজা : কায়া, জেএল নং ৭৭, খতিয়ান নং এলআর ৭২৮/৫৮৭০, প্লট নং ১৮৪২/২৭২৯, ভাকুড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, শ্রেণি-বাড়ি, মূল স্বত্ব দলিল নং ১-১১৩৭৫/২০১০ এবং ১-১১০২০/২০১১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মুকবুলের ভবন, দক্ষিণে : হাবিবুর রহমানের ভবন, পূর্বে : বশির শেখের ভবন, পশ্চিমে : সড়ক সমন্বিত।

তারিখ - ০৯.০২.২০২৪
স্থান - দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

আসানসোল শাখা
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি. টি. রোড, আসানসোল
জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পঃবঃ)
পিন - ৭১৩ ৩০১
ই-মেইল: a659@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি ১,৮৩,৮৯,৯১৪.০০ টাকা (এক কোটি তিরাশি লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শো চৌদ্দ টাকা মাত্র) ০৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), আসানসোল প্রধান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা আছে তা **মেসার্স রায় ব্রাদার্স ফুড প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড,** বগরা ভিলেজ রোড, গ্রাম ও পোস্ট - বগরা, নিতাই চৈতন্য মঠের কাছে, থানা- জামুরিয়া, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৩২, **ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ): ১. শ্রী পারিজাত রায়,** পিতা- ফটিক চন্দ্র রায়, **২. শ্রী রাহুল রায়,** পিতা- সন্তোষ রায়, **৩. শ্রী সায়ন রায়,** পিতা- পারিজাত রায়, সকলেরই ঠিকানা- এন.আর.আর. সরণি, আপারপাড়া, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩০১৪, **জামিনদার এবং বন্ধকদাতা: শ্রীমতী পম্পা রায়,** স্বামী- তন্ময় রায়, এন.আর.আর সরণি, আপারপাড়া, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩০১- এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২৬.০২.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা ঙ) দখলের ধরণ
১.	ক) ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স রায় ব্রাদার্স ফুড প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড,** বগরা ভিলেজ রোড, গ্রাম ও পোস্ট - বগরা, নিতাই চৈতন্য মঠের কাছে, থানা- জামুরিয়া, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৩২ **ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ):** **১. শ্রী পারিজাত রায়,** পিতা- ফটিক চন্দ্র রায়, **২. শ্রী রাহুল রায়,** পিতা- সন্তোষ রায়, **৩. শ্রী সায়ন রায়,** পিতা- পারিজাত রায়, **সকলেরই ঠিকানা:** এন.আর.আর. সরণি, আপারপাড়া, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩০১৪, **জামিনদার এবং বন্ধকদাতা:** **শ্রীমতী পম্পা রায়,** স্বামী- তন্ময় রায়, এন.আর.আর সরণি, আপারপাড়া, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩০১ **খ) আসানসোল প্রধান শাখা**	**সম্পত্তি - ১: দলিল নং আই-০৪১১৮/ ২০১৪ তারিখ ১২.০৮.২০১৪** এর সাথে সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্ধমান জেলায়, থানা- জামুরিয়া এডিএসআর অফিস রানীগঞ্জ ,মহকুমায আসানসোল, মৌজা - বগরা, জে.এল. নং. ৩০ -এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তথায় থাকা সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারগুলির সহ যার এল.আর. খতিয়ান নং ১৭০৫, আরএস এবং এল.আর. প্লট নং ১৩৬৫ শ্রেণীবিভাগ- বেইদ, এলাকার পরিমাপ ৪৮ ডেসিমেল **রায় ব্রাদার্স ফুড প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে।** দলিল নং **আই-০৪১১৯/২০১৪ তারিখ- ১২.০৮-২০১৪** এর সাথে সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্ধমান জেলায়, থানা- জামুরিয়া এডিএসআর অফিস রানীগঞ্জ, মহকুমা আসানসোল, মৌজা - বগরা, জে.এল. নং. ৩০ এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বংশগত সম্পত্তি এবং সমস্ত সুবিধার অধিকারের সাথে সংযুক্ত এল.আর. খতিয়ান নং ৭৬৭ এবং ১৮৩৯ এর সাথে সংযুক্ত আর এস এবং এল.আর. প্লট নং ১৩৫২, শ্রেণীবিভাগ বেইদ, এলাকার পরিমাপ ৪ কাঠা বা ৬.৬০ ডেসিমেল **রায় ব্রাদার্স ফুড প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে।** **দলিল নং আই-০৫৯০৮/২০১৪ তারিখ- ২৮-১১-২০১৪** -এর সাথে সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্ধমান জেলায়, থানা- জামুরিয়া এডিএসআর অফিস রানীগঞ্জ ,মহকুমা আসানসোল, মৌজা - বগরা, জে.এল. নং. ৩০ এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বংশগত সম্পত্তি এবং সমস্ত সুবিধার অধিকার সহ যার এল.আর. খতিয়ান নং ১৭০৫ সহ আরএস ওএলআর প্লট নং ১৩৬-এর শ্রেণীবিন্যাস বেইদ, এলাকার পরিমাপ ২৪ ডেসিমেল আরএস ওএলআর প্লট নং ১৩৭১ শ্রেণিবিন্যাস বেইদ, এলাকার পরিমাপ ২৫ ডেসিমেল, মোট এলাকার পরিমাপ ৪৯ ডেসিমেল রায় ব্রাদার্স ফুড প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেডের নামে।	১,৮৩,৮৯,৯১৪/- টাকা (এক কোটি তিরাশি লক্ষ ঊননব্বই হাজার নয়শত চোদ্দো টাকা **০৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**সম্পত্তি - ১ এর জন্য** ক) ১,৫৯,০০.০০০/- লক্ষ টাকা (*) (এক কোটি উনষাট লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ১৫,৯০,০০০/- লক্ষ টাকা (পনেরো লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) গ) ৪০,০০০.০০ টাকা (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল
		সম্পত্তি নং ২: দলিল নং আই-০৮২৫২/২০১৪ তারিখ- ০৩-১২-২০১৪ এর সাথে সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্ধমান জেলায়, থানা- জামুরিয়া এডিএসআর অফিস রানীগঞ্জ ,মহকুমা আসানসোল, মৌজা - আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি জে.এল. নং. ২০ এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৯১০, আর.এস. দাগ নং ৩০৩৮১ এলাকার পরিমাপ ৫ কাঠা, **সায়ন রায়ের নামে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - অন্যদের জমি, পূর্ব - সুজিত রায় এবং শুভাশিস রায়ের জমি, পশ্চিম - পম্পা রায়ের জমি, দক্ষিণ -১৪ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। **দলিল নং আই-০৮২৫৩/২০১৪ তারিখ- ০৩-১২-২০১৪** এর সাথে সাথে সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বর্ধমান জেলায়, থানা- জামুরিয়া এডিএসআর অফিস রানীগঞ্জ, মহকুমা আসানসোল, মৌজা - আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি জে.এল. নং. ২০ এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, আরএস খতিয়ান নং ৪৯১০, আরএস দাগ নং ৩০৩৮১ এলাকার পরিমাপ ৫ কাঠা, **পম্পা রায়ের নামে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - অন্যদের জমি, পূর্ব - সায়ন রায়ের জমি, পশ্চিম - ৪ ফুট চওড়া রোড, দক্ষিণ -১৪ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।		**সম্পত্তি - ১ এর জন্য** ক) ৩২,০০.০০০/- লক্ষ টাকা (*) (বত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ৩,২০,০০০/- লক্ষ টাকা (তিন লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) গ) ৪০,০০০.০০ টাকা (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২০.০২.২০২৪ থেকে ২৩.০২.২০২৪ সকাল ১০:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৬.০২.২০২৪; সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে সন্ধ্যা ০৭.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৫.০২.২০২৪
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আরামবাগে মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে তৃণমূলে ভাঙন

সংখ্যালঘু মানুষের তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরামবাগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক সভা করার আগে তৃণমূলে ভাঙন। ১৫ জন সংখ্যালঘু তৃণমূল কর্মী বৃহস্পতিবার বিজেপিতে যোগদান করেন। তাদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তথা পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন যোগদান করায় আরামবাগের রাজনীতিতে নয়া মোড় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। আরামবাগের দৌলতপুর এলাকার বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এই যোগদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই দিন খানাকুল বিধানসভার পোল টু অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপিতে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দলে স্বাগত জানান তৃণমূল নেতৃত্ব। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উন্নয়নমূলক কাজ সামিল হতেই নাকি তারা বিজেপিতে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। এই লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছে রাজ্য বিজেপি। তাই লোকসভা নির্বাচনের আগে আরামবাগে এই দিন ১৫ জন সংখ্যালঘু তৃণমূল কর্মী এবং খানাকুলের ওই অঞ্চলের প্রায় ২০০ পরিবারের মানুষ এই দিন বিজেপিতে যোগদান বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, খানাকুলের পোল টু অঞ্চলের সংখ্যালঘু মানুষের বিজেপিতে যোগদান করলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরর উন্নয়নে সামিল হতে উনারা যোগ দেন। সামনে লোকসভা ভোটে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল দলকে হারাতে আমরা সবাই মিলে লড়াই করব। সবমিলিয়ে এদিন খানাকুলের সংখ্যালঘু তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকদের বিজেপিতে স্বাগত জানান আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির কার্যকর্তাগণ।

ভুট্টা বোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে দুর্ঘটনা, মৃত ২, আহত ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভুট্টা বোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১০ জন। বুধবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি থানার টুঙ্গিদিঘি এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতদের মধ্যে একজন সিভিক ভলান্টিয়ারও রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মহিবুল হক (৩০)। করণদিঘি থানা এলাকার বাসিন্দা ওই যুবক ঘটনাস্থলে যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই ঘটনায় জাতীয় সড়কে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে ভুট্টা বোঝাই ট্রাকটি ডালখোলা থেকে রায়গঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় টুঙ্গিদিঘি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ছোট গাড়িকে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। ওই সিভিক ভলান্টিয়ার কয়েকজন পথচারী-সহ সেটির নীচে অনেকে চাপা পড়েন। একটি ছোটগাড়ি, একটি পিকআপ ভ্যান-সহ একাধিক টোটো ক্ষতিগ্রস্থ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ 'রিকভারি ভ্যান'-এর সাহায্যে ট্রাকটিকে সরিয়ে মৃত ও জখমদের উদ্ধার করে। দুর্ঘটনায় জখম পাঁচ ব্যক্তিকে রায়গঞ্জ মেডিক্যালে ভর্তি করানো হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে রাত পর্যন্ত করণদিঘি এলাকার জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল জানিয়েছেন, খবর পেয়েই আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে প্রচুর সাহায্য করেছে। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার সানা আখতার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় ২ জন মারা গিয়েছে। ৫ জন আহতকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ থেকে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। পুরো বিষয়টি নিয়ে গাজোল ব্লকের বিডিও'র কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোবাখোকসন গ্রামের বাসিন্দারা। এদিকে গ্রামের সার্বিক পরিষেবা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। পাল্টা স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এই ধরনের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। সেই অনুযায়ী চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোবাখোকসান গ্রামের জন্য একটি প্রকল্প বরাদ্দ হয়। কিন্তু হঠাৎ করে গ্রামবাসীরা দেখতে পান নির্দিষ্ট সেই জায়গায় না করে ওই পানীয় জল প্রকল্পটি নিয়ে আসা হয় ন্যাংড়া শিমুল এলাকায়। আর এতেই ক্ষোভ শুরু হয় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, যে এলাকার জন্য এই পরিশ্রুত পানীয় জলের প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে, সেই এলাকাতেই করতে হবে পানীয় জল প্রকল্পের কাজ। বিষয়টি নিয়ে বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামবাসীরা।

ডোবাখোকশান গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে কে বা কারা এই প্রকল্পটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। প্রশাসন যদি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না করে তাহলে গ্রামের মানুষ সহ সঙ্গবদ্ধ হয়ে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। বিজেপি পরিচালিত চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপু ওঁরাও জানিয়েছেন, বিষয়টি জানা নেই। ব্লক প্রশাসন কিভাবে তদন্ত করছে সেটাই এখন দেখার বিষয়। গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় বর্মন জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন প্রকল্প যেখানে করার কথা সেখানে হচ্ছে না। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি নাম পরিবর্তন করে চালাচ্ছে। বিজেপি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

পুলিশের জালে ৫ বাংলাদেশি সহ-৩ জন ইরানের বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদায় ফের পুলিশের জালে ৫ বাংলাদেশি সহ ৩ জন ইরানের বাসিন্দা। বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা ক্রমই বাড়ছে বাগদা সীমান্ত দিয়ে। বুধবার এক দালাল সহ ছয় বাংলাদেশি গ্রেপ্তারের পর ফের বৃহস্পতিবার বাগদার ভবানীপুর থেকে ৫ জন বাংলাদেশিকে ও রনঘাট থেকে ৩ জন ইরানের বাসিন্দাদের বাগদা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠায়। দালালের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতীয় ভূখণ্ডে চলে আসছে এমনি অভিযোগ উঠছে বারবার। তবে পুলিশের ও বিএসএফ এর তৎপরতায় নিয়মিত আটক ও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটলেও তা এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে সূত্র মারফত খবর পেয়ে বাগদার ভবানীপুর ও রনঘাট থেকে জনকে সন্দেহজনক ভাবে আটক করে পুলিশ। জেরায় ৫ জন জানিয়েছে তারা বাংলাদেশি ও ৩ জন জানায় তারা ইরানের বাসিন্দা। চোরাপথে ভারতে এসেছেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এসেছে। **আব্দুর রহমান সৌফি, আলম মোহাম্মদ, সবুজ হোসেন, বৈশাখী শেখ, মাহিবুল্লাহ গাজী এবং ওই ধৃত তিন ইরানের বাসিন্দার নাম আলি তারমানিনি, মোহাম্মদ হোসেন, আব্দুল সালাম।** পুলিশ ধৃতদের বুধবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

মেদিনীপুরে শাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের চিরন্তন ধারার ধারক ও বাহক মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গীতমন্দিরের অধ্যক্ষ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল মনোমুগ্ধকর শাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যা তাল-দরবার। মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ডবিসি রায় মেমোরিয়াল প্রেক্ষাগৃহে বিশ্বখ্যাত সেতার ও তবলা বাদক পণ্ডিত নয়ন ঘোষ ও ঈশান ঘোষের তবলার যুগলবন্দি মেদিনীপুরবাসীর হৃদয় ছুঁয়েছে। হারমোনিয়ামে সংগত দেন হিরণ্ময় মিত্র। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ড. জয়শ্রী লাহা, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, লেখিকা রোশেনারা খাঁন, সংগীতশিল্পী জয়ন্ত সাহা, উদ্যোগপতি চন্দন বসু প্রমুখ।

এনআরএস-এ পরীক্ষা দিচ্ছে পিংলার অসুস্থ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পিংলার সাহরদা কালিপদ হাইস্কুলের ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী স্নেহাশিস জানা। ভূগোল পরীক্ষা দেওয়ার পর জটিল রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ওই হাসপাতালেই তার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। পিংলার ওই ছাত্র মঙ্গলবার পরীক্ষা দেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে তার দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আহ্বায়ক শুভেন্দু গুইন এবং মনিটরিং সেলের দুই সদস্য সুকুমার ভূঁইয়া ও ওমপ্রকাশ সাহুকে কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতাল ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 69/2023-24 & Memo No.: 198, Date: 07.02.2024,** for **04 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **23.02.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

BASUBATI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: gpbasubatisingur@yahoo.in
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 4 nos. different development works vide **NIeT No.: 20/BGP/2024 & 21/BGP/2024, Date: 05/02/2024. Fund:15th FC, 5th FC.** Tender have been published and for detail information visit our G.P. Office.
Sd/-
Prodhan
Basubati Gram Panchayat

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.T. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance/NIT- 23/2023-2024 Memo No.- 3095/BM/2023-2024 Dated 08.02.2024
Name of the Work – (1) Installation of Submersible pump within 80mm dia and 72 m depth ward no.- 05, 18, 20, 04, 11, 15, 16, 17, 18 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 17.02.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : www.bolpurmunicipality.org
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. এসডিএসটিই–জিআইআর–বিবিল্যুপ–২৩–২৪, তারিখঃ ০৭.০২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. এসডিএসটিই–জিআইআর–বিবিল্যুপ–২৩–২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল / সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। কাজের নামঃ হাওড়া ডিভিসনে বালির নিকটে ব্রিজ নং. ১৭, শেওড়াফুলির নিকটে ব্রিজ নং. ৪২, গুপ্তিপাড়ার নিকটে ব্রিজ নং. ৫১, মেমারির নিকটে ব্রিজ নং. ১৬৬ এবং বি.বি. ল্যুপে ব্রিজ নং. ২৩০–তে ব্রিজ গার্ডার প্রতিস্থাপন। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৭৫,০৭,১৫৫.০৬ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,৫০,২০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ ০.০০ টাকা। বিডিং সিস্টেমঃ সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ১৮ মাস। প্রস্তাবের বৈধতাঃ ১২০ দিন। টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ এবং সময়ঃ ০৭.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৫৬ মিনিটে। বিডিং শুরুর তারিখঃ ১৯.০২.২০২৪। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৪.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
HWH-487/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 30/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 1 nos Electric Work. Bid Submission start- **06/02/2024**, Ends- **20/02/2024** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Tender Notice
Executive Officer, Barasat-I Panchayat Samiti invites E-tender. Details are available at: www.wbtenders.gov.in.. **e-NITNo.-N24PG/Bst-I/PS/N-71 /2023-2024, Dated- 07-02-2024, N24PG/Bst-I/N-72/2024, Dated-07-02-2024, N24PG/Bst-I/N-73/2024,Dated-07-02-2024,N24PG/Bst-I/N-64 2nd call /2024/, Dated-05-02-2024.** Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
S/D
Block Development Officer
Barasat-I Development Block

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-99/2023-24
Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_662901_1, **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_662924_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur. Sd/- Exe. Engr., ADDA, Durgapur

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.- WBMAD/UM/611/e-Tender/2023-24 Dated: 08.02.2024,
(Construction of Cement Concrete, B/T road, Drain & protective work in different ward under Uluberia Municipality.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/-Executive Officer,
Uluberia Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নোয়াপাড়াতে মাল্টি ডিপার্টমেন্টাল জোনাল ট্রেনিং স্কুল স্থাপন এবং পুরাতন স্প্লিট ও উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার সমূহের স্থানান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমানঃ** ১০,১১,০৬৫.০৮ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.০০ টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানাঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-এর অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ** https://www.ireps.gov.in।
টেন্ডার নং.ঃ ইএলএম_১০৮_জেডএনএল_টিএস_ডিটি২৩-১-২৪
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

E-TENDER INVITING NOTICE
NANDAKUMARPUR GRAM PANCHAYAT
Vill & Po-Nandakumarpur, P.S-Raidighi, South 24 pgs, Pin-743349
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and re-sourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) NKPURGP/5th SFC/COMMUNITY HALL/E-NIT-85/2023-24,** Date- **03/02/2024 at 11:00 AM.** Last date of Bid submission: **23-02-2024 11:00 AM,** Date of opening: **27-02-2024 11:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/- PRADHAN
NANDAKUMARPUR GRAM PANCHAYAT

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
HMC/HWW/P-26/23-24 তারিখ : ০৭.০২.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-এইচডব্লুডব্লুপিপি গ্র্যাভিটি ফিড টাইপ ক্লোরিনেশন প্ল্যান্টের বার্ষিক পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট কাজের বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস, পদ্মপুকুর ওয়েবসাইট https://wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শেষ তারিখ : ২৪.০২.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। টেন্ডার আইডি : 2024_MAD_662605_1। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২৬৭ (৩)/২৩-২৪ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
৮.২.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 52/N1GP & NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-26/2023-24, Date: 07.02.2024** for 01 (One) no. scheme under **5th SFC Untied Fund.** Bid Submission Start Date: **09.02.2024 from 11:00 AM.** Bid Submission Closing Date: **21.02.2024 up to 12:00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **23.02.2024 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

Singur-II Gram Panchayat
Ratanpur-II, Singur, Hooghly, 712409
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from bonafied resourceful contractor for execution of different development works under 5th SFC Fund vide **NIT No.: 308/SING II/2023-24 (Sl. No. 1-3), Date: 08.02.2024.** Date of Publication on Online: **08.02.2024 at 11:00 AM.** Bid Submission End Date: **12.02.2024 up to 02:30 PM.** Date of Opening of Tender: **15.02.2024 at 10:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Singur-II Gram Panchayat

Gobindapur Gram Panchayat
Hatgobindapur, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) vide **i) Memo No.: GGP/85 & NIT No.: GGP/e-NIT-12/2023-24 (Sl.-1), ii) Memo No.: GGP/86 & NIT No.: GGP/e-NIT-13/2023-24 (Sl.-1) (Sl. 1) & iii) Memo No.: GGP/87 & NIT No.: GGP/e-NIT-14/2023-24 (Sl.-1) (Sl. 1), Date: 07.02.2024.** Documents Download/ Sell & Bid Submission Start Date: **07.02.2024 from 11:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date: **16.02.2024 up to 15:00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **19.02.2024 at 11:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Gobindapur GramPanchayat

Champahati Gram Panchayat
Champahati, Baruipur, South 24 Parganas, 743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Bonafede resourceful contractor for execution of different development works vide **NIT No.: 171/5th_FC (Tied)/NIT/CGP/2024 & 172/5th_FC (Untied)/Untied)/NIT/CGP/2024, Date: 07.02.2024.** Bid Submission Start Date: **07.02.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date: **21.02.2024 up to 10:00 am.** Bid Opening Date: **23.02.2024 at 10:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Champahati Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 31/23-24/FCXV/T Dated 08.02.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: **22.02.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly
Tender Notice
Online Tender are invited vide **Reference No. 69/M-II/2024, 70/M-II GP/2024, Date 01.02.2024** for 03 (Three) Nos. of work. Last Date of Bid Submission is **21.02.2024 up to 12.00 Noon.**

Tender ID List
2024_ZPHD_658841_1
2024_ZPHD_658841_2
2024_ZPHD_658777_1

Intending bidder are requested to visit the website :- **https://wbtenders.gov.in** and this notice board.
Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites Tender for the work of **1.**Proposed Construction for sinking of Ten (10) no's deep tubewell (300 X 200) of depth 330 m within Ward no: 2,3,4,5,6,9,10,14,15,16 under Diamond Harbour Municipality.**2.**Proposed construction of Ten (10) no's pump house for deep tube well within Ward no: 2,3,4,5,6,9,10,14,15,16 under Diamond Harbour Municipality.**NIT No.: - WBMAD/ULB/DHM/NIT/18/334(e)/2023-2024.**For details information contact with Engineering Section, Diamond Harbour Municipality And in the departmental **website: http://wbtenders.gov.in.** Bid Submission End Date: **04.03.2024 up to 5.00 PM.**
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

TENDER NOTICE
Prodhan, Ichhapur Nilgunj Gram panchayet invites E-tender. Details are available at : **www.wbtenders.gov.in. e-NIT No. :-12/INGP/5th SFC/2023-2024, Dated- 07/02/2024.** Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
Sd/- Prodhan
Ichhapur Nilgunj Gram Panchayet

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 32/23-24/MF/T Dated 08.02.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Municipal Fund. Last date of submission of tender: **22.02.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 33/23-24/NULM/T Dated 08.02.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Schelter for Urban Homeless. Last date of submission of tender: **22.02.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 104/MF/PWD/T/23-24 Dated 05.02.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for erection of Low Mast Light. Last date of submission of tender: **22.02.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 105/MF/PWD/T/23-24 Dated 08.02.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for supply and fixing decorative pole light. Last date of submission of tender: **22.02.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Office of the
Choa Gram Panchayat
P.O-Choa : P.S-Hariharpara : Dist- Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :- 17/CGP/2023-24 Date: 07/02/2024
Tender ID- 2024_ZPHD_663233_1 To 2024_ZPHD_663233_3
Tenders are invited by the Prodhan, Choa Gram Panchayat, Choa, Hariharpara, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works **(Solar plant/pump)** from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**
*** Information to bidders:**
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.

Last date and time for downloading of tender documents	17/02/2024 up to 5.00 P.M. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	17/02/2024 up to 5.00 P.M. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	20/10/2023 after 11.00A.M. (as per Server clock)

By Order:-
Sd/- Prodhan
Choa Gram Panchayat

Ekdin_Page_8_09022024_Layout 1 2/8/2024 10:10 PM Page 1

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 238, KOLKATA, FRIDAY, 9 FEBRUARY 2024, PAGE 8

আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু ধোনির

বন্ধুর সংস্থার লোগো ধোনির ব্যাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাঁটুর চোট সারিয়ে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি শুরু করে দিয়েছেন আইপিএলের প্রস্তুতি। নেটে ব্যাট করছেন তিনি। আর সেই ব্যাটে ধোনির ছোটবেলার বন্ধুর সংস্থা 'প্রাইম স্পোর্টস'-এর লোগো। ধোনির বন্ধু পরমজিত সিংহ এক সময় ক্রিকেটের নানা সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ককে। ক্রিকেট জীবনের শেষবেলায় এসে সেই বন্ধুর সংস্থার লোগো ধোনির ব্যাটে।

ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক বিভিন্ন নামী সংস্থার লোগো ব্যাটে নিয়ে খেলেছেন। একই সময়ে বিভিন্ন সংস্থার লোগো ব্যবহার করেও নজর কেড়েছিলেন ধোনি। এ বার তিনি বন্ধুর সংস্থার লোগো ব্যাটে লাগিয়ে অনুশীলন করছেন। যদিও আইপিএল খেলার সময়ও এই লোগো দেখা যাবে কি না তা স্পষ্ট নয়। ধোনি বিভিন্ন সময় তাঁর এই বন্ধুর কথা বলেছেন। বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, ছোটবেলায় তাঁকে সাহায্য করা পরমজিতের। ধোনির জীবনীমূলক সিনেমা 'এমএস ধোনি- দ্য আনটোল্ড স্টোরি'তেও পরমজিতের কথা ছিল।

২০১৯ সালে ভারতের হয়ে শেষ বার খেলতে দেখা গিয়েছিল ধোনিকে। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন তিনি। আইপিএলে যদিও এখনও খেলে চলেছেন ধোনি। গত বারের আইপিএল জিতেও নেন চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক হিসাবে। এ বারের আইপিএলেও তাঁর খেলার কথা। হাঁটুর চোটের কারণে চিন্তা ছিল। অস্ত্রোপচারও হয়। যদিও অনুশীলন দেখে মনে হচ্ছে, সেই চোট এখন সেরে গিয়েছে। আরও একটি আইপিএল খেলবেন তিনি। এটাই শেষ আইপিএল কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বিশ্বরেকর্ড করেও 'ক্ষোভ' বুমরার

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ক্ষোভ' কমছে না যশপ্রীত বুমরার। বুধবার আইসিসির টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে উঠেছেন তিনি। ইতিহাস গড়েছেন বুমরা। তিনিই একমাত্র বোলার যিনি কোনও না কোনও সময় ক্রিকেটের তিনটে ফরম্যাটেই শীর্ষস্থান দখল করেছেন। কিন্তু তার পরেও কি রেগে রয়েছেন বুমরা? নইলে কেন এমন কথা বললেন তিনি?

টেস্ট ক্রমতালিকায় শীর্ষে ওঠার পরে নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি দেন বুমরা। সেখানে উপর-নীচে দু'টি আলাদা ছবি একসঙ্গে পোস্ট করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, উপরের ছবিতে গ্যালারিতে মাত্র এক জন বসে রয়েছেন। সেই ছবিতে লেখা 'দ্য সাপোর্ট ভার্সেস'। নীচের ছবিতে গ্যালারি ভর্তি দর্শক। সেখানে লেখা, 'দ্য কনগ্র্যাচুলেশন'। এই ছবি দিয়ে বুমরা বোঝাতে চেয়েছেন, খারাপ সময়ে পাশে এক জনই থাকে। কিন্তু সাফল্য পাওয়ার পরে শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় জমে যায়।

কেন এমন ছবি দিলেন বুমরা? কাদের নিশানা করলেন ভারতীয় পেসার? চোটের কারণে ২০২২ সালে প্রায় খেলতেই পারেননি বুমরা। সেই সময় অনেকেই তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। বুমরার দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এক বার দলে ফেরার পরে অবশ্য এক দিনের বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, টানা ম্যাচ খেলছেন বুমরা। দলকে জেতাচ্ছেন। সেই কারণেই হয়তো বিশ্বের সেরা বোলার হয়ে সমালোচকদের পাল্টা দিলেন বুমরা। ছবিতেই সব বুঝিয়ে দিলেন তিনি।

আইসিসি ক্রিকেটের তিন ধরনের আলাদা আলাদা ক্রমতালিকা প্রকাশ করে। টেস্ট, এক দিনের ক্রিকেট এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বোলার, ব্যাটার, ফিল্ডারদের আলাদা ক্রমতালিকা প্রকাশ করা হয়। বিশ্বের প্রথম বোলার হিসাবে তিন ধরনের ক্রিকেটেই বোলারদের ক্রমতালিকায় এক নম্বর হলেন বুমরা। বিশ্ব ক্রিকেটে তৈরি হল নতুন ইতিহাস।

বুধবার প্রকাশিত আইসিসির টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে সরিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছেন বুমরা। টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় প্রথম শীর্ষস্থান পেলেও ২০ এবং ৫০ ওভারের ক্রিকেটে বোলারদের ক্রমতালিকায় আগেই এক নম্বর হয়েছিলেন বুমরা। অর্থাৎ তিন ধরনের ক্রিকেটেই বোলারদের ক্রমতালিকায় কখনও না কখনও এক নম্বরে থাকলেন ভারতীয় জোরে বোলার। এই কৃতিত্ব বিশ্বের দ্বিতীয় কোনও বোলারের নেই।

ভারতের প্রথম জোরে বোলার এবং চতুর্থ বোলার হিসাবে টেস্ট ক্রিকেটে আইসিসির ক্রমতালিকায় শীর্ষে এলেন বুমরা। এর আগে অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা এবং বিষেণ সিংহ বেদি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

৮৪ দিন পর আবার বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৮৪ দিনের ব্যবধানে আবার হতে চলেছে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল। এ বার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে। বৃহস্পতিবার ফাইনালে পাকিস্তানকে তারা হারাল ১ উইকেটে। উপভোগ্য ম্যাচ দেখতে পেলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া। শেষ উইকেটে তারা ১৭ রান তুলে জিতে গেল। ২৪ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচের নায়ক টম স্ট্র্যাকার।

এক সময় ১৬৪ রানে ৯ উইকেট পড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার। বিশ্বকাপ ফাইনাল থেকে পাকিস্তান ছিল মাত্র ১ উইকেট দূরে। সেই সুযোগও কাজে লাগাতে পারল না তারা। ফলে ২০১৭-র পর আইসিসি-র কোনও ইভেন্টে ভারত-পাকিস্তানের ফাইনাল হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে এর আগে ২০০৬ সালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। সে বার শেষ হাসি হাসে পড়শি দেশই।

বৃহস্পতিবার টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হিউ ওয়েবগেন। সেই সিদ্ধান্ত কাজে লাগে। পাকিস্তানের ব্যাটারেরা খেলতেই পারেননি অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের। ২৫ রানে প্রথম উইকেট পড়েন। ফিরে যান শামিল হুসেন। দু'রান পরেই ফিরে যান শাহজাইব খান। এর পর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে। এক সময় ৭৯ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় পাকিস্তান।

সেখান থেকে দলের পতন রোখেন আজ াম আওয়াইস এবং আরাফত মিনহাস। দু'জনে মিলে ষষ্ঠ উইকেটে ৫২ রানের জুটি গড়েন। তিনে নামা আজ ান শুরু থেকেই ভাল খেলছিলেন। তবে উল্টো দিকে কাউকে পাচ্ছিলেন না। আরাফত তাঁর সঙ্গে জুটি বাধেন। দুই ক্রিকেটারই ৫২ রান করে আউট হন। প্রথমে ফেরেন আজ ান। পরের দিকে টেলএন্ডারদের নিয়ে পাকিস্তানকে টানতে থাকেন।

'আমাদের দেখলে জ্বলন হয়,' বল বিকৃতি নিয়ে পাকিস্তানের ক্রিকেটারকে আবার আক্রমণ শামির

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বছর বিশ্বকাপের সময় পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার হাসান রাজা আক্রমণ করেছিলেন ভারতীয় দলকে। জানিয়েছিলেন, অতীতে বহু বার নাকি ভারতীয় বোলারেরা বল বিকৃত করেছেন। সেই মন্তব্য নিয়ে আবার মুখ খুললেন মহম্মদ শামি। জানালেন, ভারতের সাফল্য দেখলে পাকিস্তানের জ্বলন হয়। ভারতের সাফল্য তারা সহ্যই করতে পারে না।

এক ওয়েবসাইটে সাক্ষাৎকারে শামি বলেছেন, তক্রিকেটকে হাস্যকর বানিয়ে ফেলেছে ওরা। একে অপরের সাফল্য সহ্য করতে পারে না।। আপনাদের প্রশংসা করা হলে খুব খুশি হন। কিন্তু হেরে গেলে আপনাদের মনে হয় প্রতারণা করা হয়েছে। আমরা দলে থাকার সময় কী কী রেকর্ড তৈরি করেছি সেটা এক বার দেখে নিন। আপনারা তার ধারেকাছেও আসবেন না।

এর পরেই রাজাকে আক্রমণ করে শামি বলেছেন, তআমাদের দেখে ঈর্ষায় যে ওদের জ্বলন হয় সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের ঈর্ষা থাকলে কোনও দিন সফল হওয়া যাবে না।দ প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে খেলেননি শামি। তবে পরে খেলতে নেমে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হন। বিশ্বকাপের সময়েই চোট পেয়েছিলেন তিনি। তার পর থেকে আর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে দেখা যায়নি তাঁকে। ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট সিরি জ্ওে খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই।

এই সাক্ষাৎকারেই শামিকে প্রশ্ন করা হয়, ''আপনার প্রিয় অধিনায়ক কে?'' শামি বলেন, ''এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। এ সব বলতে গেলে তুলনা করতে হয়। কে সফলতম এটা বলা যেতেই পারে। আমার কাছে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিই সেরা। কারণ ওর মতো সাফল্য আর কোনও অধিনায়কের নেই।''

তিনি আরও বলেন, ''যাঁরা এক দিন ব্যাটারদের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলকে সমর্থন করতেন, ভারতের খেলা দেখতেন, তাঁরা এখন আমাদের জন্য গলা ফাটান। এর থেকে ভাল অনুভূতি আর কিছু নেই। সমর্থকেরা এখন ব্যাটারদের নয়, বোলারদের নিয়ে আলোচনা করেন। কারণ, তাঁরাও জানেন, বোলারেরা এখন দলকে জেতায়। ২০১৩-১৪ সাল থেকে এত দিনে এই বদল হয়ে গিয়েছে।''

দল ছাড়লেন বাবর আজম

নিজস্ব প্রতিবেদন: দল ছাড়লেন বাবর আজম। চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁর। মরসুমের মাঝেই দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে তাঁকে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে রংপুর রাইডার্সে খেলছিলেন বাবর। প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ রানের মালিক পুরোটা খেলতে পারলেন না।

৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের বিদেশের লিগে খেলার অনুমতি দিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সেই মেয়াদ শেষ হয়েছে। এ বার পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার জন্য দেশে ফিরতে হচ্ছে ক্রিকেটারদের। বাবরেরা বোর্ডের কাছে আবেদন করেছিলেন, যাতে পুরো মরসুম খেলে ফিরতে পারেন। সেই আবেদন মানেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ফলে মাঝপথেই ফিরতে হচ্ছে তাঁদের। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু পাকিস্তান সুপার লিগ। সেখানে পেশোয়ার জালমি দলের হয়ে খেলেন বাবর।

দেশে ফেরার আগে দলের জন্য একটি বার্তা লিখেছেন বাবর। তিনি লেখেন, ''রংপুর রাইডার্স পরিবারে খুব ভাল সময় কাটিয়েছি। যে ভাবে সবাই ভালবাসা দিয়েছেন তাতে আমার মন ভরে গিয়েছে। পুরো দলকে ধন্যবাদ। এই দলের প্রত্যেকে অন্যের জন্য খেলে। সেই কারণেই রংপুর প্রতিযোগিতার সেরা দল হয়ে উঠতে পেরেছে। দলের কোচিং স্টাফদেরও ধন্যবাদ।দ

প্রতিযোগিতার মাঝপথে তিনি ফিরে গেলেও দলকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য দিয়েছেন বাবর। তিনি লেখেন, ''নিজেদের ফোকাস হারিয়ো না। আশা করছি আমার ভাইয়েরা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয় হবে। আগামী দিনে আবার রংপুরের জন্য খেলতে মুখিয়ে আছি।''

সানিয়া নন, অন্য এক জনকে ছাড়া বাঁচবেন না, বিচ্ছেদের এক মাস আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন শোয়েব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সানিয়া মির্জা নন, অন্য এক জনকে ছাড়া বাঁচতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন শোয়েব মালিক। সানিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের এক মাস আগেই এ কথা বলেছিলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার। তখনই নিজের প্রেমিকার নাম জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

শোয়েব-সানিয়ার বিচ্ছেদের পরে তাঁদের অনেক পুরনো ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। তেমনই একটি ভিডিয়োতে এই কথা বলেছেন শোয়েব। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শোয়েবের বন্ধু শায়িস্তা লোধি। তিনি শোয়েবকে প্রশ্ন করেন, ''এমন দু'জনের নাম বলো, যাদের ছাড়া তুমি বাঁচবে না।দ

প্রশ্ন শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ভাবেন শোয়েব। তাঁকে ইতস্তত করতে দেখে শায়িস্তা নিজেই জবাব দিয়ে দেন। তিনি বলেন, তএকটা নাম ইজহান মির্জা মালিক (শোয়েব-সানিয়ার ছেলে) আর দ্বিতীয় নাম সুলতানা ফারুক (শোয়েবের মা)।দ এই জবাব শুনে শোয়েব বলেন, ''এই নাম দুটো বলার কোনও দরকার ছিল না। এটা সবাই জানে। তার নামটা বলো যার নাম সবাই শুনতে চায়।দ সেই সময় পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানা জাভেদের সঙ্গে শোয়েবের প্রেমের গুঞ্জন চলছিল। পরে সানাকেই বিয়ে করেন শোয়েব। সেই সময় হয়তো সানার নামই জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। যদিও সানিয়ার নাম মুখেও আনেননি পাক ক্রিকেটার। গত বছরের শুরু থেকেই শোয়েব ও সানিয়ার বিচ্ছেদের জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। দু'জন আলাদা থাকছিলেন। কিন্তু বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খোলেননি তাঁরা। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে সানাকে বিয়ের কথা নেটমাধ্যমে জানান শোয়েব। তার পরেই জানা যায়, সানিয়া তাঁকে ডিভোর্স দিয়েছেন। ছেলে ইজহান থাকেন সানিয়ার সঙ্গে। বিচ্ছেদের জন্য অবশ্য শোয়েবকেই দায়ী করেছে তাঁর পরিবার। শোয়েবের বোন জানিয়েছেন, দাদার পরকীয়ায় বিরক্ত হয়েই নাকি তাঁকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সানিয়া।

১৩ মাস ক্রিকেট না খেলেও আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে রোহিতকে টপকে গেলেন পন্থ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার আইসিসি-র টেস্ট র‍্যাঙ্কিং প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে এক নম্বর বোলার হয়েছেন যশপ্রীত বুমরা। কিন্তু ব্যাটারদের তালিকায় অদ্ভুত একটি জিনিস লক্ষ করা গিয়েছে। প্রায় দেড় বছরের উপর ক্রিকেট না খেললেও রোহিত শর্মার উপরে চলে এসেছেন ঋষভ পন্থ।

টেস্ট ব্যাটারদের প্রকাশিত ক্রমতালিকায় প্রথম দশে একমাত্র ভারতীয় বিরাট কোহলি। তিনি সাতে রয়েছেন। এর পরেই রয়েছেন পন্থ। তিনি ১২তম স্থানে। তার পরে রয়েছেন রোহিত। সাধারণত ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করেই র‍্যাঙ্কিং তৈরি হয়। কিন্তু ক্রিকেট না খেলেও কী ভাবে পন্থ এত উপরে রয়েছেন?

আসলে, টেস্ট ক্রিকেটে আইসিসি-র রেটিং পয়েন্ট বাড়াতে গেলে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে ১২-১৫ মাসের মধ্যে ম্যাচ খেলতে হবে। না হলে রেটিং পয়েন্ট কমতে শুরু করবে তাঁর। ১৩ মাস আগে চোট পাওয়ার সময় পন্থের যে রেটিং পয়েন্ট ছিল, সেটাই তিনি ধরে রেখেছেন। যদি টেস্ট খেলতে আরও দু'-তিন মাস বা তার বেশি সময় লাগে তাঁর, সে ক্ষেত্রে রেটিং পয়েন্ট কমতে শুরু করবে এবং পন্থ আরও নীচে নেমে যাবেন। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ক্রিকেটারের কেরিয়ারের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেও রেটিং পয়েন্ট নির্ধারিত হয়। সে কারণেই পন্থ এত উপরে রয়েছেন।

তবে সাম্প্রতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে পন্থ উপরে আসেননি। রোহিতই খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে নীচে নেমে গিয়েছেন। সে কারণেই এখন তিনি পন্থেরও নীচে।

শাস্তির পরোয়া করছেন না, ডার্বির পর আবার রেফারিং নিয়ে অভিযোগ কুয়াদ্রাতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ডার্বির পর কেটে গিয়েছে পাঁচ দিন। রেফারিং নিয়ে এখনও ক্ষোভ যাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের। শনিবার নর্থইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচের আগে 'স্পষ্ট ভাষায়' জানিয়ে দিলেন, রেফারিং ঠিক না হওয়ার কারণে বেশ কিছু ম্যাচে তিন পয়েন্ট পাননি তাঁরা। উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছেন ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচও। কুয়াদ্রাতের এই আক্রমণে অস্বস্তিতে পড়তে পারেন আয়োজকেরা। এ দিকে, বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে লাল-হলুদের নতুন ফুটবলার ভিক্টর ভাসকুয়েস জানিয়েছেন, তিনি দলকে ট্রফি জেতাতেই এসেছেন।

সাংবাদিক বৈঠকে আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন কুয়াদ্রাত। যে ভাবে কথা বলেছেন, তাতে মনেই হয়নি কোনও রকম শাস্তির পরোয়া তিনি করছেন। কুয়াদ্রাত বলেছেন, তপ্লে-অফে যেতে গেলে ম্যাচ জিততেই হবে। প্লে-অফই আমাদের লক্ষ্য। তাই তিন পয়েন্টের জন্য লড়াই করব। খারাপ রেফারিংয়ের জন্যই আমরা মাত্র দুটো ম্যাচে জিতেছি। কিছু ম্যাচে শেষ মুহূর্তের রেফারিং আমাদের জিততে দেয়নি। আগের ম্যাচেও তিন পয়েন্ট নিশ্চিত ছিল। শেষ মুহূর্তে ওই ফাউলটা দেওয়া হয়নি। ফলে দু'পয়েন্ট মাঠেই রেখে আসতে হয়েছে।

এর পরেই রেফারিং নিয়ে একটানা কথা বলে যান কুয়াদ্রাত। লাল-হলুদ কোচের কথায়, তঅনেক দিন ধরে ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে আমি যুক্ত। সেই ২০১৬ সাল থেকে। অনেক কিছু দেখেছি। যখন কোনও ম্যাচে একটি দলকে একটা পেনাল্টি দেওয়ার পর আরও একটি পেনাল্টির আবেদন করা হয়, তখন উল্টো দিকের দলও পেনাল্টি পেয়েছে কি না সেটা হয়। যখন কোনও দলের ফুটবলার লাল কার্ড দেখে, খেয়াল করে দেখবেন ম্যাচের শেষে অপর দলের ফুটবলারও লাল কার্ড দেখেছে।

অসুস্থ ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি ফুটবলার ভিক্টর ভাসকুয়েস

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউ টাউনের সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের উৎকর্ষ কেন্দ্রের বাইরে বুধবার বিকেলে তাঁর জন্যই অপেক্ষা করে ছিলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের সঙ্গে ক্লেটন সিলভা, হোসে আন্তোনিয়ো পারদো, সৌভিক চক্রবর্তীরা অনুশীলন করতে এলেও দেখা নেই লাল-হলুদের নতুন বিদেশি ভিক্টর ভাসকুয়েসের।

সোমবার ভোররাতে কলকাতায় পৌঁছনোর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই অনুশীলনে নেমে পড়েছিলেন লিয়োনেল মেসির প্রাক্তন সতীর্থ ভিক্টর। বুধবার থেকে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করলেন কার্লেস। অথচ দেখা নেই বার্সেলোনার হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রুবিন কাজানের বিরুদ্ধে গোল করা ৩৭ বছর বয়সি মাঝমাঠের আক্রমণাত্মক স্পেনীয় তারকার। হঠাৎ কী হল ভিক্টরের? গুয়াহাটিতে আগামী শনিবার নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে আইএসএলের ম্যাচে কি খেলতে পারবেন না তিনি? অনুশীলন শেষ হওয়ার পরে স্বয়ং ইস্টবেঙ্গল কোচই রহস্যের উন্মোচন করলেন। জানালেন, পেটের সমস্যায় কাহিল ভিক্টর। এই কারণেই অনুশীলনে নামতে বারণ করেছেন কার্লেস। টিম হোটেলেই বিশ্রাম নিচ্ছেন। লাল-হলুদ কোচের আশা, নর্থ ইস্ট ম্যাচের আগে সুস্থ হয়ে উঠবেন নতুন বিদেশি। বুধবার অনুশীলনে ছিলেন না নন্দ কুমারও।

ভিক্টর ও নন্দকে ছাড়াই অনুশীলন করালেন কার্লেস। ইস্টবেঙ্গল কোচের ভাবনায় শুধু নর্থ ইস্ট ম্যাচ নয়, রয়েছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-ও। এই কারণেই ২১ বছর বয়সি লাইবেরিয়ার উইঙ্গার ড্যারিয়াস পেরউডকে ট্রায়ালে ডেকেছেন তিনি। বুধবার বিকেলে অনুশীলন ম্যাচে একটি অসাধারণ গোলও করলেন এই নতুন বিদেশি। আরও কিছু দিন দেখার পরেই ড্যারিয়াসের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কার্লেস।

নর্থ ইস্ট ম্যাচের প্রস্তুতিতে চমকও দিলেন লাল-হলুদের স্পেনীয় কোচ। ফরোয়ার্ড ভি পি সুহেরকে তিনি খেলালেন রক্ষণে। বলিউড তারকা জন আব্রাহামের ক্লাবের খেলার ধরণই হল প্রচণ্ড গতিতে আক্রমণ শানানো। এই কারণেই হয়তো নর্থ ইস্টের প্রাক্তনী দ্রুতগতির সুহেরকে রক্ষণে খেলিয়ে পরীক্ষা করে নিলেন।

ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের আনা সুপার কাপ জয়ের কেক কেটে এ দিন কার্লেস বলে দিলেন, ''এই দলের সমর্থকরাই বিশ্বের সেরা।''

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**